সহজ নামাজ শিক্ষা

প্রণেতা

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বাঁকিপুরী

(বাংলা খোৎবা তওহীদ ও চল্লিশ হাদীশ প্রণেতা)

সাং - আছড়া, পোঃ - অমৃতকুণ্ডু, মুর্শিদাবাদ

(পুনর্মুদ্রণ)

২০০৫

প্রকাশক ঃ

মওলবী আবদুর রহমান

সাং - আছড়া, পোঃ - অমৃতকুণ্ডু, মুর্শিদাবাদ

মুদ্রণে ঃ

আকাশ

৫২, বাবুপাড়া, গোরাবাজার

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ (০৩৪৮২) ৩৯৫০৪৬, ৯৩৩২২২৮১৯৭

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

সহজ নামাজ শিক্ষা

নামাজ পড়িবার পূর্ব্বে শরীর ও পরিধেয় বস্ত্রাদি পাক সাফ করিতে হয়। নাপাক শরীরে বা নাপাক কাপড় পরিয়া নামাজ পড়িলে তাহা আল্লাহ তায়ালার দরবারে কবুল হয় না। শুদ্ধ শরীর ও শুদ্ধ মন লইয়া বন্দেগী করাই আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায়।

শরীরের নাপাকি দূর করিতে হইলে নিয়মিত পাক পানিতে গোসল করিতে হয় এবং কাপড় চোপড় নাপাক হইলে পরিষ্কার (পাক) পানিতে তাহা ধৌত করিলেই পাক হয়। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পানির পাক-নাপাকির বিষয় অবগত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত দরকার।

পাক ও নাপাক পানির বয়ান

পানি অল্প হউক অথবা বেশী হউক কোন নাপাক জিনিষ পড়ার দরুন তাহার রং, ঘ্রাণ ও স্বাদ নষ্ট হইয়া গেলে সে পানি নাপাক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যে পানির উপরোক্ত তিনটী গুণের কোনটাই নষ্ট হয় নাই, তাহাই পাক পানি। নদী, কূপ, পুষ্করিণী, সমুদ্র, ঝরণা ও বৃষ্টির পানি পাক যে পানির পরিমান আড়াই মশক তাহাতে অজু করা জায়েজ। অজুর ব্যবহৃত পানি পাক (শুদ্ধ) পানির পাত্রে পড়িলে তাহাতে পানি নাপাক হয় না।

ইসতেন্জা

পেশাব, পায়খানা ত্যাগের পর নাপাকি হইতে শরীর পাক-সাফ করাকে ইস্তেন্জা বলে।

পেশাব, পায়খানায় বসিবার কালে কেবলামুখী হইয়া অথবা উহার দিকে পিঠ করিয়া কখনও বসিবে না।

উত্তর বা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া বসিবে, তবে পর্দ্দার আড়ালে ইহার ব্যতিক্রম হইলে কোন দোষ নাই, সাধ্য পক্ষে নির্জ্জন স্থানে মল মূত্র ত্যাগ করিবে।

বাহ্য প্রস্রাব ত্যাগের পর প্রথমতঃ কুলুখ অর্থাৎ ঢিল ব্যবহার করিতে হয়; তারপর, পানি দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিতে হয়। পায়খানার পর এক, তিন বা পাঁচটী অর্থাৎ বিজোড়

কুলুখ লইবার হুকুম আছে, তবে বিজোড় না হইলেও তাহাতে কোন দোষ নাই, বাহ্যদ্বার পানি দ্বারা ধৌত করারপর, বাম হাত সাবান বা মাটী দ্বারা উত্তমরূপে ধুইতে হইবে।

পেশাব ও পায়খানায় যাইবার কালের নিম্ন লিখিত দোয়াটী পাঠ করিতে হইবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ -

বাংলা উচ্চারণ — আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযো বেকা মিনাল খোবোসে অল্ খাবায়েসে।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট নাপাক জ্বিন ও জ্বিন্নিগণের অনিষ্ট হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

পেশাব ও পায়খানা ত্যাগের পর পাক সাফ হইয়া নিম্নের দোওয়াটী পড়িতে হয় ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ -

বাঃ উঃ— অলহামদো লিল্লাহেল লাযী আযহাবা আ'ন্নিল আযা ওয়া আ'ফানী।

অর্থ ঃ— সমস্ত প্রশংসা আল্লহ তায়ালার নিমিত্ত যিনি আমা হইতে কষ্ট দূর করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে আমাকে আরাম দিয়াছেন। পায়খানার শেষে উপরোক্ত দোওয়া না পড়িয়া কেবল غُفْرَانَكَ গোফরানাকা অর্থাৎ "আমি তোমা হইতে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি" বলিলেও চলিবে।

অজু করিবার নিয়ম

পেসাব, পায়খানার চাপ থাকিলে প্রথমতঃ তাহা ত্যাগ করিয়া তারপর অজু করিতে হয়। অজুর পূর্ব্বে মেসওয়াক (দাঁতন) করা সুন্নত; তাহাতে বহুত সওয়াব হাসিল হয়। মনে মনে নিয়ত করিয়া বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহিম পড়ার পর নিম্ন বর্ণিত নিয়মে তরতীব অনুযায়ী অজু করিবে।

(১) উভয় হস্ত ধৌত করা—

প্রথমতঃ দুই হাতের কব্জা পর্যন্ত তিনবার ধুইতে হইবে।

(২) কুল্লি করা ও নাক ঝাড়া—

তারপর ডান হাতে পানি লইয়া অর্দ্ধেক মুখে দিয়া কুল্লি করিতে হইবে ও অর্দ্ধেক নাকে দিয়া বাম হাতে নাক ঝাড়িতে হইবে (নাক তিনবার ঝাড়ার প্রমাণও আছে) এইরূপ তিনবার করিবে।

(৩) মুখ-মণ্ডল ধৌত করা —

তারপর মাথার চুলের নীচে হইতে চিবুক (থুত্‌নী) পর্যন্ত আর এক কর্ণমূল হইতে অন্য

কর্ণমূল পর্য্যন্ত স্থান, দুই হাতে পানি লইয়া উত্তমরূপে তিনবার ধুইতে হইবে। দাড়ি থাকিলে পুনরায় পানি লইয়া উহার গোড়ায় পানি দিয়া ভিজাইতে হইবে ও ডান হাতের আঙ্গুল দিয়া দাড়ীর খেলাল করিতে হইবে যেন থুত্‌নী ভিজে অর্থাৎ দাড়ীর গোড়ায় পানি পৌঁছে।

(৪) উভয় হস্ত কুনুই পর্য্যন্ত ধৌত করা —

তারপর ডান হাতের কুনুই পর্য্যন্ত তিনবার ও বাম হাতের কুনুই পর্য্যন্ত তিনবার ধুইতে হইবে। উভয় হস্ত কুনুই পর্য্যন্ত দুইবার করিয়া ধৌত করাও বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর উভয় হাতের অঙ্গুলীগুলিকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকাইয়া খেলাল করিতে হইবে যেন আঙ্গুলের ফাঁক শুষ্ক না থাকে আর অঙ্গুরী থাকিলে তাহা ঘুরাইয়া নীচে পানি পৌঁছাইতে হইবে। স্ত্রীলোকগণের হাতে চুড়ি থাকিলে তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহার নীচে পানি পৌঁছাইতে হইবে।

(৫) মস্তক ও কর্ণের মাসেহ্ করা —

তারপর দুই হাত ভিজাইয়া হাতের অঙ্গুলিগুলির অগ্রভাগ যোড়া লাগাইয়া, অঙ্গুলি ও হাতের তালু দ্বারা সমস্ত মাথার চুলের উপর একবার মুছিবে অর্থাৎ মাথার সামনের দিকে চুল উঠার স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া, হাত পিছন দিকে ঘাড় পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে ও পুনরায় হাত উল্টা দিকে মুছিয়া আনিয়া আরম্ভের স্থানে ছাড়িয়া দিতে হইবে। মাথার পাগড়ী থাকিলে তাহার উপর মাসেহ করা চলিবে।

কানের মাসেহ জন্য হাত পুনরায় ভিজাইতে হইবে, এবং উভয় হস্তের শাহাদৎ (তর্জ্জনী) অঙ্গুলী দ্বারা উভয় কর্ণের ভিতর ও বৃদ্ধাঙ্গুলীর পেট দ্বারা কর্ণের বহির্ভাগ অর্থাৎ পিঠ মুছিবে। ঘাড় মাসেহ করার কোন প্রামণ নাই, উহা বেদাৎ।

(৬) উভয় পদ ধৌত করা —

তারপর প্রথমতঃ ডান পা, তারপর বাম পা গাঁইট পর্য্যন্ত তিনবার ধৌত করিবে। পা ধুইবার কালে পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে পানি পৌঁছাইতে হইবে ও বাম হাতের অঙ্গুলী দ্বারা খেলাল করিয়া ভিজাইতে হইবে। পায়ের পিছন দিকে ইড়ী অর্থাৎ গাঁইটের নিম্নাংশ লক্ষ্য করিয়া পানি পৌঁছাইতে হইবে; অধিকাংশ সময় ঐ স্থানে শুষ্ক রহিয়া যায়। অজুর নির্দ্দিষ্ট অঙ্গগুলি ধুইবার সময় একচুল পরিমাণ স্থান শুষ্ক রহিয়া গেলে অজু হইবে না এবং অজু না হইলে নামাজও হইবে না। অতএব অজুর সময় বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

অজুর শেষে এক চুল্লু পানি হাতে লইয়া লজ্জাস্থানের উপরিভাগে কাপড়ের উপরে ছিটাইয়া দেওয়া সুন্নত। অজুর স্থান গুলি তিনবারের অধিক ধৌত করা নিষেধ। কিন্তু পানি অভাবে দুইবার বা একবার ধৌত করা চলিবে। অজুর জন্য এক 'মুদ' অর্থাৎ একসের পানি যথেষ্ট, তবে তদপেক্ষা বেশী লাগিলেও দোষ নাই।

অজুর শেষে নিম্ন লিখিত দোওয়াটী পড়িতে হইবে ঃ—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ
الْمُتَطَهِّرِيْنَ ○

বাঃ উঃ — আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহ্দাহু লা শারীকালাহু অ-আশহাদো আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু অ-রাসুলুহু, আল্লাহুম্মাজ আ'ল্নী মিনাত্তাওয়াবীনা অজআল্নী মিনাল্ মুতাতাহ্হেরীন।

অর্থ ঃ— আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, তিনি একক, তাঁহার কেহই শরীক নাই; আরও সাক্ষ্য দিতেছি এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার আজ্ঞাবহ ও প্রেরিত পুরুষ, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা প্রার্থীগণের শ্রেণীভুক্ত কর, আর আমাকে পবিত্র লোকদের দলভুক্ত কর।

যে যে কারণে অজু ভাঙ্গিয়া যায়

(১) বাহ্যদ্বার কি লিঙ্গদ্বার দিয়া কিছু বাহির হইলে।
(২) মুখ ভরিয়া বমি বাহির হইলে।
(৩) ক্ষতস্থান হইতে রক্ত, পুঁজ বা পানি বাহির হইয়া গড়াইয়া গেলে।
(৪) দাঁত দিয়া বেশী রক্ত বাহির হইলে।
(৫) চিৎ, কাৎ, বা হেলান দিয়া ঘুম গেলে।
(৬) উন্মাদ, মাতাল ও অচেতন হইলে।
(৭) লজ্জাস্থানে হাত ঠেকিলে অজু নষ্ট হয় কিন্তু কাপড়ের উপর হাত ঠেকিলে তাহাতে অজু নষ্ট হয় না।
(৮) নাক দিয়া রক্ত পড়িলে।
(৯) উটের গোশ্ত খাইলে তাহাতেও অজু ভাঙ্গিয়া যায়।

গোসল করিবার নিয়ম

মনি বাহির হউক আর নাই হউক (বীর্য্যক্ষরণ) স্ত্রী সঙ্গম করিলেই এবং স্বপ্নদোষে বীর্য্য

বাহির হইলেই গোসল ফরজ হইয়া যায়। ফরজ গোসলের নিয়ম এই — প্রথমতঃ দুই হাত ভাল করিয়া ধুইতে হইবে, তারপর ডান হাতে লজ্জাস্থানে পানি ঢালিয়া বাম হাত দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লজ্জাস্থান ধুইতে হইবে। পরে মাটী বা সাবান দিয়ে দুই হাত ধুইতে হইবে। তারপর পূর্ব্বোক্ত নিয়মে অজু করিবে কিন্তু দুই পা ধুইতে হইবে না। অতঃপর মাথায় তিনবার পানি দিতে হইবে ও চুলের গোড়া ভালভাবে রগড়াইয়া ভিজাইতে হইবে। তারপর ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে পানি ঢালিয়া সমস্ত শরীর ভিজাইতে হইবে যেন সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া পানি গড়াইয়া পড়ে আর কোনস্থান শুষ্ক না থাকে, তৎপর একটু সরিয়া দুই পা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। গোসলের শেষে উপরোক্ত অজুর শেষের দায়াটী পড়িতে হয়।

বড় পুকুর, খাল, বিল ও নদীর পানিতে নামিয়া ফরজ গোছল করা যাইতে পারে। তবে চৌবাচ্চায় বা অল্প পরিমিত পানিতে নামিয়া বা বসিয়া ফরজ গোসল করা নিষেধ, পানির কিনারায় বসিয়া কোন পাত্রে পানি উঠাইয়া স্নান করিতে হইবে।

স্ত্রীলোকগণের হায়েজ ও নেফাসের মুদ্দত শেষ হইলে ঐরূপ গোসল করিতে হইবে, তবে এই দুই অবস্থায় তাহাদিগকে মাথার বেণী খুলিতেই হইবে। স্বামী সহবাস স্নানে মাথার বেণী (ঝুটী) না খুলিয়া কেবল চুলের গোড়া ভিজালেই চলিবে। আর এই দুই অবস্থায় স্নানের পর কিছু সুগন্ধি দ্রব্য লজ্জাস্থানে লাগাইতে হয়।

গোসলের জন্য এক সা' অর্থাৎ ৴২৸০ সের পানি যথেষ্ট তদপেক্ষা বেশী খরচ হইলেও তাহাতে দোষ নাই। অজু ও গোসলের জন্য পানি কম বেশীতে কোন ক্ষতি নাই, উহার শর্ত্ত রক্ষা করিতে হইবে। শর্ত্ত এই যে, পানি অঙ্গ বহিয়া গড়াইয়া যাইবে।

তায়াম্মুম

অসুখ থাকার দরুন, পানি ব্যবহার করিতে না পারিলে অথবা ব্যারাম বৃদ্ধির ভয় থাকিলে কিম্বা সময় মত পানি না পাইলে, অজু ও গোসলের কাজ তয়াম্মুম দ্বারা সম্পন্ন করার বিধি শরীয়তে আছে। তায়াম্মুম করার পর পানি পাইলে অথবা পানি ব্যবহারে সক্ষম হইলেই তখন আর তায়াম্মুম থাকিবে না বা তায়াম্মুম করা চলিবে না।

তায়াম্মুম করার রীতি

প্রথমে মনে মনে নিয়ত করতঃ বিস্‌মিল্লাহ বলিয়া পাক মাটীতে (ঢিল বা মাটির দেওয়ালে) দুই হাতের তলা জোরে মারিয়া সমস্ত হাতের তলায় ধূলি মাখাইতে হইবে, তারপর হাত উঠাইয়া দুই হাতের তলায় একবার ফুঁক দিয়া উভয় হাত সারা মুখে বুলাইতে হইবে, পরে দুই হাত পরস্পর কব্জা পর্য্যন্ত মলামলি করিতে হইবে, তারপর অজুর শেষের দোয়া পাঠ করিতে হইবে।

যে যে কাজে অজু নষ্ট হয়, সেই সেই কাজে তায়াম্মুম নষ্ট হয়।

কাপড়, পাথর, কাঠ ও লোহা প্রভৃতিতে তায়াম্মুম করা জায়েজ নয়। তবে ঐগুলির

উপর ধূলি পড়িলে, সেই ধূলির দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েজ হইবে। পানি অথবা মাটি না পাইলে, বিনা অজু ও বিনা তায়াম্মুমে নামাজ পড়া জায়েজ হইবে। (মুন তাকাল আখবার)

ফরজ নামাজের সময়

(১) ফাজরঃ— সোবেহ সাদেক (উষা) অর্থাৎ পূর্ব্বদিক ফরশা হইলেই ফজরের নামাজের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য উদয় হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় থাকে।

(২) জোহরঃ— দুপুরের পর সূর্য্য একটু পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িলেই জোহরের সময় হয়। এবং প্রতি লম্বা জিনিষের ছায়া তাহার আসলী ছায়া অপেক্ষা যতক্ষণ না তাহার সম পরিমাণ হয়, ততক্ষণ সময় থাকে। *

(৩) আসরঃ— 'আসলী ছায়া' বাদে প্রতি (লম্বা) জিনিষের ছায়া তাহার সম পরিমাণ অপেক্ষা বর্দ্ধিত হইলেই অর্থাৎ জোহরের অক্তের পরই আসরের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য্য (অস্ত যাওয়ার পূর্ব্বে) ক্ষীণ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় থাকে।

(৪) মাগরেবঃ— সূর্য্য ডোবার পর মাগরেবের সময় আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ পশ্চিম দিক লাল আভাযুক্ত থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সময় থাকে।

---

* সূর্য্যোদয় হইলে প্রত্যেক (লম্বা) জিনিষের একটি ছায়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে পতিত হয়। তারপর সূর্য্য যতই আকাশে উঠে, ছায়া ক্রমশঃ ততই ছোট হইতে থাকে; ঠিক দুপুরে ঐ ছায়া সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। অবশ্য ঋতুর পরিবর্ত্তনে উহার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। আবার সূর্য্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িলেই উক্ত ছায়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। দুপুরের ঐ সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছায়াকেই 'আসলী ছায়া' বলা হয়। আর দুপুরের পর ছায়ার ঐ পুনঃ বর্দ্ধনের সময় হইতেই জোহরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়।

(৫) এ'শা ঃ— পশ্চিম দিকের লাল আভা কাটিয়া গেলেই অর্থাৎ মাগরেবের সময়ের পরই এ'শার সময় হয় এবং অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত সময় থাকে।

(৬) জুময়া ঃ— শুক্রবারে জোহরের নামাজের পরিবর্ত্তে জুময়ার নামাজ পড়া হয়। সুতরাং জোহরের সময়ই উহার সময় অর্থাৎ সূর্য্য একটু ঢলিলেই জুময়ার সময় হয়।

ক্রীতদাস, স্ত্রীলোক, বালক, মোসাফের ও পীড়িত ব্যক্তি গণের উপর জুময়ার নামাজ ফরজ নহে।

নামাজ আওয়াল ওয়াক্তে (প্রথম সময়) পড়ার ফজিলত খুব বেশী, মোমেনগণের উচিৎ সব সময় আওয়াল ওয়াক্তে নামাজ পড়ার চেষ্টা করা।

গ্রীষ্মকালে রাত্রি ছোট হয় তজ্জন্য ফজরের নামাজ একটু ফরশা হইলে পড়া এবং দিবা ভাগে রৌদ্রের প্রখরতা খুব বেশী হয় বলিয়া — জোহরের নামাজ একটু দেরীতে পড়ার হুকুম আছে। পরন্তু শীতকালে জোহরের নামাজ জলদি পড়া ও ফজরের নামাজ একটু অন্ধকার থাকিতেই পড়ার তাকিদ আছে এবং ফজরের নামাজে কেরাত সাধ্যপক্ষে লম্বা করিয়া পড়িতে হয়।

নামাজের সংখ্যা

(১) ফজর ঃ— প্রথমে দুই রাকয়াত সুন্নত, পরে **দুই রাকায়ত ফরজ।**

(২) জোহর ঃ— প্রথমে চারি রাকাত সুন্নত, (একসঙ্গে ও পড়া যাইতে পারে অথবা দুই রাকায়ত করিয়া দুই সালামে পড়া যাইতে পারে) তার পর **চারি রাকায়ত ফারজ**; শেষে দুই রাকায়ত সুন্নত।

(৩) আসর ঃ— প্রথমে দুই বা চারি রাকায়ত সুন্নত; পরে **চারি রাকায়াত ফারজ।**

(৪) মাগ্‌রেব ঃ — প্রথমে তিন রাকায়ত ফারজ, পরে দুই রাকায়ত সুন্নত। ফরজের পূর্ব্বে দুই রাকায়ত সুন্নত পড়ার প্রমাণও আছে।

(৫) এ'শা ঃ— প্রথমে চার রাকায়াত ফারজ, পরে দুই রাকায়াত সুন্নত। (শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ না পড়িলে) এক বা তিন রাকায়াত বেতর।

(৬) জুময়া ঃ — প্রথমে দুই, চার, ছয় বা আট রাকায়াত সুন্নাত (যাহা ইচ্ছা) পড়িতে হয়। কম পক্ষে দুই রাকায়ত পড়িতেই হইবে। খোৎবার পর ইমামের সহিত দুই রাকায়াত ফারজ। পরে দুই, চার বা ছয় রাকায়ত সুন্নাত পড়িতে হয়। কম পক্ষে দুই রাকায়াত পড়িতেই হইবে।

ক্বসর নামাজ

কোন দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার ইচ্ছা করিয়া বাটীর বাহির হইলেই, জোহর, আসর ও এশার চারি রাকায়াত ফারজের স্থলে দুই রাকায়াত কারিয়া ক্বসর (কম) পড়ার হুকুম আছে। মুসাফিরগণের সুবিধার জন্য ইহা আল্লাহ পাকের একটী দান। সফরে সুন্নাত নামাজ না পড়িলেও চলিবে। তবে ফজরের দুই রাকায়াত সুন্নাত এবং এশার বেতর পড়িতেই হইবে।

আযান

নামাজের সময় হইলে, একজন উচ্চ কণ্ঠ বিশিষ্ট লোক প্রথমতঃ অজু করিয়া মসজিদের সামনে কোন উঁচু জায়গায় ক্বেবলা মুখী দাড়াইয়া দুই হাতের সাহাদাৎ (তজ্জনী) অঙ্গুলী দুই কানের ভিতর প্রবেশ করাইয়া উচ্চরবে নিম্ন লিখিত আযানটী বলিবে ঃ—

১- اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ

১।বাংলা উচ্চারণ ঃ — আল্লাহু আক্‌বার, চারবার।
অর্থ ঃ — আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

২- اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ -

২।বাঃ উঃ— আশহাদো আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ২বার।
অর্থ ঃ — আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই।

৩- اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ -

৩।আশ্‌হাদো আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, ২ বার।
অর্থ ঃ— আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার প্রেরিত।

৪- حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ

৪।বাঃ উঃ— হাইয়া আলাস্ সালহ্, ২বার।
অর্থ ঃ— নামাজের জন্য আইস।

৫- حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

৫।বাঃ উঃ— হাইয়া আলাল্ ফালাহ, ২ বার।
অর্থ ঃ— মুক্তির জন্য আইস।

৬- اَللهُ اَكْبَرُ - اَللهُ اَكْبَرُ

৬।আল্লাহো আকবার ২বার।
অর্থ ঃ— আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

৭।বাঃ উঃ — লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ১ বার।
অর্থ ঃ— আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই।
ইহা সাধারণ আযান, আর ফজরের ওয়াক্তে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর বলিতে হইবে —

৮ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ - اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

৮।আস্‌সালাতো খায়রুম্ মিনান্ নাওম, ২বার।
অর্থ ... নিদ্রা হইতে নামাজ উত্তম।
"হাইয়া আলাস্ সালাহ্ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্" বলার সময় মুখ যথাক্রমে ডানে ও বামে ফিরাইতে হইবে।

আযানের জওয়াব

আযানের সময় শ্রোতাগণকে চুপ থাকিতে ও মনোযোগ সহকারে উহা শুনিতে হয় এবং মোয়াজ্জেনের সঙ্গে সঙ্গে আযানের শব্দগুলি আস্তে আস্তে বলিতে হয়। আর "হাইয়া আলাস্ সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ্" বলার সময় ...

ফারজ নামাজ যখনই পড়িবে এবং যে কোন স্থানেই পড়িবে, পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলকেই তাক্‌বীর দিতে হইবে। একাকী পড়িলে নিজে নিজেই এবং জামাতের সহিত পড়িলে যে কোন একজন দিলেই চলিবে। আর একই ওয়াক্তে কাজা ও আদা (অর্থাৎ হাল ও বকেয়া নামাজ) পড়িলে পৃথক পৃথক তাক্‌বীর দিতে হয়।

একামত বলার সময়, আযানের মত কানে আঙ্গুল দিতে হয় না বা ডানে বামে মুখ ফিরাইতে হয় না। কেবলামুখী হইয়া ইমামের নিকটে তাক্‌বীর দিতে হয়। তবে আযান দিতে হয় ধীরে ধীরে আর তাক্‌বীর দিতে হয় একটু তাড়াতাড়ি।

তাক্‌বীর — আযানেরই অনুরূপ, তবে প্রথমতঃ "আল্লাহো আকবার" ৪ বার স্থলে ২ বার এবং পরের যে শব্দগুলি যোড়া অর্থাৎ ২ বার করিয়া বলিতে হয়, সেগুলি একবার আর 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পর দুই বার বলিতে হয় ঃ—

قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ - قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ -

বাঃ উঃ— ক্বাদ কামাতিস্ সালাহ, কাদ্ কামাতিস্ সালাহ।

অর্থাৎ— নামাজ আরম্ভ হইয়াছে, নামাজ আরম্ভ হইয়াছে, যথা ঃ ...

اِقَامَتْ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ -

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ - قَدْ قَامَتِ

الصَّلٰوةُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

একামত

বাঃ উঃ ... আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আকবার। আশহাদো আল্লা এলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদো আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস্ সালাহ, হাইয়া আলাল্ ফালাহ। ক্বাদ্ কামাতিস্ সালাহ, ক্বাদ্‌কামাতিস্ সালাহ। আল্লাহো আক্‌বার, আল্লাহো আক্‌বার। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। (ইহার অর্থ — পূর্ব্বেই আযানের মধ্যে বলা হইয়াছে)।

তকবীরের জওয়ব

যে ভাবে মোয়াযযেন তাক্‌বীর বলিবে, মুসল্লিগণও অনুরূপ জওয়াব দিবে, কিন্তু যখন 'ক্বাদ্‌কামাতিস্ সালাহ বলিবে, তাহার জওয়াবে اقامها الله وادامها। আকামাহাল্লাহো অ-আদামাহা' অর্থাৎ "আল্লাহতায়ালা নামাজকে কায়েম ও স্থায়ী রাখুন" বলিবে।

লেবাস (পোষাক)

নামাজের জন্য পাক সাফ ইসলামী লেবাস পরিধান করা একান্ত দরকার, পুরুষ লোকের নাভি হইতে হাঁটুর নিম্ন পর্য্যন্ত স্থান সতর। সুতরাং সব সময়েই লুঙ্গী বা পায়জামা দ্বারা উক্ত স্থান ঢাকিয়া রাখিতে হইবে এবং নামাজের সময় চাদর বা কুর্ত্তা ও মাথায় টুপী বা পাগড়ী ব্যবহার করিতে হইবে। সাবধান, পায়জামা বা লুঙ্গী খুব লট্‌কাইয়া পায়ের গাঁইট ঢাকিয়া কখনও পরিবে না। যাহাতে গাঁইট বা টাখনু না ঢাকে তাহার জন্য হাদীসে বিশেষ তাকীদ আছে। ঘাড়ে বা মাথায় চাদর দিয়া উহার দুই কিনারা লট্‌কাইবে না, ডান কিনারা পেঁচ দিয়া বাম ঘাড়ের উপর রাখিবে। কমবহরের কাপড়ে যদি ঘাড় ও মাথা উভয়ই না ঢাকে তবে মাথা বাদ দিয়া ঘাড় ঢাকিতে হইবে।

---

*(১) قال رسول الله صلعم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة (ق)

(২) قال رسول الله صلعم ما اسفل من الكعبين من الازار في النار - (ب)

* (১) যে কেহ গর্ব্বভরে নিজের লুঙ্গী, পায়জামা লট্‌কাইয়া পরিবে, কেয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না। (বোখারী, মোসলেম)

(২) পরিধেয় লুঙ্গী, পায়জামা যে অংশ টাখনুর নিম্নে যাইবে উহা দোজখে নিক্ষিপ্ত হইবে অর্থাৎ ঐ ভাবে পরিধানকারী দোজখে যাইবে। (বোখারী)

আর পুরুষগণের জন্য রেশমী কাপড় পরা একবারেই নিষেধ, অবশ্য স্ত্রীলোকগণ পরিধান করিবে।

স্ত্রীলোকগণের সমস্ত শরীরই সতর, কেবল দুই হাতের হাতুলী, পায়ের পাতা ও মুখ মণ্ডল খোলা থাকিবে আর সমস্ত শরীর শাড়ী অথবা পায়জামা-কুর্ত্তা দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে নামাজের সময় চাদর গায়ে দেওয়া স্ত্রীলোকগণের জন্য বিশেষ জরুরী।

খুব ময়লাযুক্ত কাপড় কিম্বা গামছা গায়ে দিয়া, হাত কাটা, বা অর্দ্ধ হাতের গেঞ্জি জামা গায়ে দিয়ো নামাজ পড়া কখনও উচিৎ নয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বান্দা নামাজের সময় আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হয়, সুতরাং তাহার সাধ্যপক্ষে ভাল পোষাক পরিধান করা উচিৎ। অবশ্য কাপড়ের অভাব ঘটিলে দোষণীয় হইবে না।

নামাজের স্থান

নামাজের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র স্থান হওয়ার একান্ত দরকার। নামাজের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান হইল মাস্‌জেদ। পুরুষগণের ফরজ নামাজ মসজিদে যাইয়া পড়িতেই হইবে। আযান শ্রবণ করার পর বিনা ওজরে বাড়ীতে নামাজ পড়িলে তাহা জায়েজ হইবে না। অবশ্য শরীর অসুখ থাকা বশতঃ কিম্বা রাস্তা দুর্গম হওয়ার দরুন, মসজিদে হাজির হইতে না পারিলে, বাড়ীতেই নামাজ পড়া চলিবে। বাড়ীতে নামাজ পড়িলে যে সওয়াব হয়, ঐ নামাজ কোন অক্তিয়া মসজিদে পড়িলে ২৭ গুণ আর জামে মসজিদে পড়িলে ৫০০ গুণ সওয়াব বেশী হয়। অতএব সাধ্যপক্ষে মসজিদে যাইয়া নামাজ পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ। ফরজ নামাজ জামাতের সহিত পড়িয়া সুন্নত নামাজ বাড়ীতে পড়িলেই সওয়াব বেশী হয়।

রীতিমত পর্দ্দার ব্যবস্থা ও পৃথক স্থান থাকিলে, স্ত্রীলোকগণ মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়িতে পারে নচেৎ তাহাদের বাটীতেই নামাজ পড়া শ্রেয়ঃ।

সম্‌জিদে প্রবেশ করিবার কালে নিম্নের দোয়া পড়িতে হইবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ -

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মাফ তাহলী আব ওয়াবা রাহমাতেকা।

অর্থ ঃ— হে খোদা! আমার জন্য তোমার 'রহমতের' দ্বার সমূহ খুলিয়া দাও।

মসজিদ হইতে বাহির হইবার কালে নিম্নের দোয়াটী পড়িতে হইবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ -

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা ইন্নী আস আলোকা মিনফাজলেকা।

অর্থ ঃ— হে খোদা! আমি প্রকৃতই তোমার নিকট তোমার দয়ার ভিখারী।

নামাজের নিয়ত

নামাজের নিয়ত মৌখিক বলার কোন প্রমাণ কোরাণ-হাদীসে পাওয়া যায় না, অবশ্য নিয়ত করিতেই হইবে। ফরজ, সুন্নত বা নফল আর কোন ওক্তের কত রাকায়াৎ, ইহার ধারণা মনে মনে করিয়া লইলেই চলিবে। পরন্তু আরবী, উর্দ্দু বা বাংলা ভাষায় মৌখিক পড়া বেদাৎ।

নামাজ পড়িবার নিয়ম

নামাজের সময় হইলে, পাক সাফ হইয়া, শরীয়ত সম্মত পাক লেবাস পরিধান করিয়া, অজু করতঃ পবিত্র ও নির্জ্জন স্থানে, পাক জায়নামাজে কেবলা মুখী দণ্ডায়মান হইয়া; সাংসারিক কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করিয়া মনে করিতে হইবে তিনি আমাকে দেখিতেছেন, যদিও আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। তারপর (ফরজ নামাজ হইলে তকবীর বলার পর) মনে মনে নিয়ত করিয়া, দুই হাত কাঁধ (স্কন্ধ) অথবা কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহো আক্‌বার বলিতে হইবে। তারপর সিনার উপর, বাম হাতের কবজীর উপর ডান হাতের কবজী মিলাইয়া বাঁধিতে হইবে। ইহার পর কোন দিকে তাকান, কোন সাংসারিক চিন্তা করা, কথা বলা অযথা পদাদি নাড়া চাড়া করা নিষেধ। সালাম না ফিরান পর্য্যন্ত কেবল আল্লার চিন্তা ও নির্দ্ধারিত সুরাহ ও তসবীহ সমূহ পাঠ করা ব্যতীত আর সব কিছুই এই আল্লাহো আকবার বলার পর হারাম হয় বলিয়া এই তকবীরকে তাক্‌বীরে-তাহরীমা বা তাক্‌বীরে উলা বলা হয়।

তারপর নিম্নলিখিত দোয়ায়ে ইসতেফতাহ চুপে চুপে পড়িতে হইবে —

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ

بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا

كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ - اَللّٰهُمَّ

اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ٥

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মা বায়েদ বাইনী অবায়না খাতাইয়া ইয়া, কামা বায়াত্তা বাইনাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে, আল্লাহুম্মা নাক্বেনী মিনাল খাতাইয়া কামা ইয়োনাকাস সাওবুল আব্ইয়াযো মিনাদ্দানাসে, আল্লাহুম্মাগ্ সিল খাতাইয়ায়া বিল-মায়ে অল্ সাল্জে অল্ বারাদে।

অর্থ ঃ— হে খোদা! আমা হইতে আমার পাপরাশিকে এইরূপ দূরে রাখ যেরূপ পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিককে দূরে রাখিয়াছ। হে আল্লাহ! আমাকে আমার গোনাহসমূহ হইতে এমত পরিষ্কার কর, যেমত সাদা কাপড় ময়লা হইতে পরিষ্কার হয়। হে আল্লাহ! আমার পাপ সমূহকে পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা ধৌত কর। তারপর চুপে চুপে পড়িবে,—

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ ٥

বাঃ উঃ — আউযো বিল্লাহিল্ সামীয়ীল আলীমে মিনাশ শাইতানির রাজীম, মিন হামযিহী অ-নাফখিহী অ-নাফসিহী।

অর্থ ঃ— আমি মরদুদ (অভিশপ্ত) শয়তান হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আল্লাহ তায়ালা মহান শ্রোতা ও জ্ঞাতার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। শয়তানের গুপ্ত মন্ত্রণা, তাহার নাখখ (ফু ধেওয়া) ও নাফস (থুথু মিশ্রিত ফু দেওয়া) হইতে।

অতঃপর চুপে চুপে পড়িবে —

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ٥

বিস্‌মিল্লাহির রহমানের রাহীম, অর্থাৎ পরম দয়ালু ও অতিশয় দয়াবান আল্লাহর নামে আরম্ভ করিতেছি। ফজর, মাগরেব ও এশার সময় বিসমিল্লাহ উচ্চৈস্বরে পড়ারও প্রমাণ আছে, তবে আস্তে আস্তে পড়ার প্রমাণই বেশী বলবৎ। তারপর ফজর, মাগরেব ও এশার ফরজ নামাজে উচ্চৈস্বরেও জোহর এবং আসরের নামাজে চুপে চুপে সূরাহ ফাতেহা পড়িতে হইবে —

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ـ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ٥ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ـ
آمِينَ ٥

বাঃ উঃ— আল্‌হামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, আর রাহমানির রহীম, মালেকে ইয়াওমিদ্দীন, ইয়্যাকা না'বোদো অ ইয়্যাকা নাসতায়ীন, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাজীনা আন-আমতা আলায়হিম গাইরিল মাগজুবে আলাইহিম আলাজজাল্লীন। (আমীন্)

অর্থ ঃ —সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু, যিনি বিচার দিনের (কেয়ামতে) সর্ব্বময় কর্ত্তা, (হে আল্লাহ) আমরা তোমারই এবাদৎ করি। এবং তোমা হইতে সাহায্য চাই, (হে আল্লাহ) আমাদিগকে সোজা পথ দেখাও, ঐ সব লোকের পথ যাহাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করিয়াছ। তাহাদের পথে নয় — যাহাদের উপর তোমার গজব পতিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহুদীগণের, আর যাহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ নাসারাগণের। (—কবুল কর)।

যে যে ওয়াক্তেসুরাহ ফাতেহা জোরে পড়িতে হয়, উহার শেষে জোরে, 'আমীন' ও বলিতে হয়।

অতঃপর একটু থামিয়া 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানের রহীম'' বলার পর কোরআন শরীফের যে কোন একটী সুরাহ অথবা কোন বড় সুরা'র কিয়দংশ (কমপক্ষে তিন আয়াৎ) পাঠ করিতে হয়। যাহারা পড়া জানে না তাহাদের পক্ষে সুরাহ এখলাস অর্থাৎ কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়াই যথেষ্ট।

সুরা এখলাস

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

বাঃ উঃ — কুল হুয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস্ সামাদ, লাম ইয়্যালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম ইয়কুল-লাহু কুফুওয়ান আহাদ।

অর্থ ঃ— হে মোহাম্মদ ! বল যে, আল্লাহ তায়ালা একক ! তিনি অভাব শূন্য, তিনি (কাহাকেও) জন্ম দেন নাই এবং (কাহারও) জাত নহেন, আর কেহই তাঁহার সমতুল্য নাই।

নামাজে কেরাৎ শুদ্ধ রূপে এবং আস্তে আস্তে পড়িতে হইবে আর প্রত্যেক আয়াতের শেষে মধুর স্বরে টান দিয়া থামিতে হইবে সুরাহ ফাতেহা ও অন্যান্য সুরাহ পড়ার পর আল্লাহো আকবার বলার সহিত রাফে ইয়াদায়েন করিয়া অর্থাৎ দুই হাত কাঁধ কিম্বা কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া রুকুতে যাইবে, রাফে ইয়াদায়েন কালে যেন দুই হাতের আঙ্গুলগুলি খোলা থাকে। রুকুর অবস্থায় সেজদার স্থানে নজর রাখিতে হইবে। রুকুর সময় কোমর বাঁকাইয়া পিঠ ও মাথা সোজা ভাবে রাখিতে হইবে। পিঠ যেন কুজা না হয়; দুই হাত দুই হাঁটুতে রাখিয়া হাঁটু খুব মজবুত করিয়া ধরিতে হইবে। বাহু সমেত হাত দুই খানি শরীরের কোন স্থান স্পর্শ না করাইয়া ঠিক তীরের মত সোজা রাখিতে হইবে। তারপর চুপে চুপে নিম্নলিখিত রুকুর তসবীহটী দশবার পড়িবে, কম পক্ষে তিনবার পড়িতেই হইবে।

রুকুর তসবিহ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ ۝

বাঃ উঃ— সুহহানা রাব্বিয়াল আজীম।

অর্থ ঃ ... আমার গৌরবান্বিত আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। রুকুর মধ্যে কোরআন শরীফের কোন অংশ পড়া চলেনা।

রুকু ও সেজদার মধ্যে নিম্নের দোওয়া দুইটিও পড়িতে পারা যায় ঃ—

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلٰٓئِكَةِ وَالرُّوْحِ ۝

বাঃ উঃ — সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুল মালায়েকাতে অররূহ

অর্থ ঃ ... জিব্রাইল (আঃ) ও ফেরেস্তাগণের প্রভু, অতিশয় পাক পবিত্র।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ

বাঃ উঃ ... সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা অ-বেহামদেকা আল্লাহুমাগ্ ফের্‌লী।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ্! তুমি পাক, আমাদের প্রভু আর তোমাকে তোমার প্রশংসার সহিত আমি স্মরণ করিতেছি। হে আল্লাহ্! আমাকে মাফ্ কর।

তারপর রুকু হইতে মাথা তুলিবার কালে বলিবে ঃ —

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

বাঃ উঃ— সামেয়াল্লাহো লেমান হামেদাহ।

অর্থ ঃ — যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছে, আল্লাহ পাক তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। রুকু হইতে মাথা তুলিবার কালে উপরোক্ত দোয়া বলার সঙ্গে সঙ্গে রাফে ইয়াদায়েন করিতে হইবে ও সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া দুই হাত ছাড়িয়া দিয়া ধীরে ধীরে পড়িবে ঃ—

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ -

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ্।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমিই আমদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

একাকী নামাজ পড়নে ওয়ালা ব্যক্তি সমস্ত নামাজ এই নিয়মেই পড়িবে, তবে জমাতের সহিত পড়িলে, ইমাম ব্যক্তি রুকু হইতে উঠার কালে 'সামেয়াল্লাহো লেমান হামেদাহ' পড়িবে ও মোক্তাদিগণ কেবল রফা দায়েন করিয়া দাঁড়াইবে ও হাত ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ বলিবে। এতদ্ব্যতীত ইমাম ও মোক্তাদিগণের জন্য পৃথক পৃথক কয়েকটি নির্দিষ্ট দোয়া আছে, নিম্নে মাত্র দুইটির উল্লেখ করিলাম।

ইমাম সাহেব নিম্নের দোয়াও পড়িতে পারেন ঃ —

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

مِلَأَ السَّمٰوٰتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَاشِئْتَ مِنْ

شَيْءٍ بَعْدُ ۝

বাঃ উঃ — সামেয়াল্লাহো লেমান হামদাহ; আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকল্ হাম্‌দো মিল্ আস্ সামাওয়াতে অ-মিল্ আল্ আরজে অ-মিলয়া শেয়তা মিন্ শাইয়ীম বায়াদো।

অর্থ ঃ— যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করিয়াছে, — আল্লাহ পাক তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। হে খোদা! তুমিই আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা, আসমান ও জমিন ভরা প্রশংসা এবং তাহা বাদে আর যাহা কিছু ভরা প্রশংসা তুমি চাও। এবং মোক্তাদিগণ দণ্ডায়মান অবস্থায় নিম্নের দোয়াটিও পড়িতে পারে ঃ—

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ

বাঃ উঃ— রাব্বানা অ-লাকাল্ হাম্‌দো হামদান কাসীরান ত্বাইয়েবাম্ মোবারাকান্ ফিহে।

অর্থ ঃ— হে আমাদের রব! আর তোমারই জন্য প্রসংসা, বহুৎ প্রশংসা — পবিত্র প্রশংসা, —'বরকত' ভরা প্রশংসা।

তারপর আল্লাহো আকবর বলিতে বলিত সেজদায় যাইবে। প্রথমতঃ দুই হাত, পারে দুই হাঁটু তারপর কপাল ও নাক মাটিতে রাখিয়া সেজদা করিবে। প্রথমে দুই হাঁটুও রাখা যাইতে পারে, পায়ের পাতা দুইটি খাড়া রাখিয়া অঙ্গুলি বাঁকাইয়া কেবলা মুখী রাখিতে হইবে। দুই হাত মাথার উভয় পার্শ্বে কানের সোজা বিছাইয়া আঙ্গুলগুলি মুষ্টবদ্ধ ভাবে না রাখিয়া সোজা ভাবে কেবলা-মুখী রাখিবে, উভয় হাতের বাহু পাঁজরা হইতে পৃথক করিয়া এবং কুনুই দুটী উঁচু করিয়া পেট ও মেঝের মধ্যে এরূপ ফাঁক রাখিবে যেন একটি ছাগল ছানা (বকরীর বাচ্চা) অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে আর বগল যেন দেখা যায়। কাপড় গুটাইয়া সেজদা করিতে নিষেধ আছে। কুকুরের ন্যায় হামাগুড়ি দেওয়া অবস্থাও যেন না হয়। ফল কথা, প্রত্যেক অঙ্গ পৃথক পৃথক রাখিয়া সেজদা করিতে হইবে, তারপর চুপে চুপে নিম্নলিখিত সেজদার দোয়াটি দশবার পড়িবে, কমপক্ষে তিনবার পড়িতে হইবে।

সেজদার দোওয়া

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى ۝

বাঃ উঃ— সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা।

অর্থ ঃ — আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহ পবিত্র।

সেজদার মধ্যেও কোরান শরীফ পড়া চলে না। আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া পরে সেজদা হইতে মাথা তুলিয়া বাম পা বিছাইয়া পায়ের পাতার উপর বসিতে হইবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখিতে হইবে ও তাহার আঙ্গুলগুলি মুড়িয়া কেবলা মুখী করিতে হইবে। আর ডান হাত হাঁটুর উপর রাখিয়া নিম্নের দোয়াটি পড়িতে হইবে ঃ —

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ

وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ ۔

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মাগ্ ফেরলী অর্ হাম্‌নী অজ্‌বোর্‌নী অহদেনী অর্‌জোক্‌নী।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আর আমার প্রতিদয়া কর; আমার অপূর্ণকে পূর্ণ কর; আমাকে হেদায়েত কর এবং আমাকে রেজেক দাও।

পুনরায় আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া পূর্ব্ববৎ সেজদা করিতে হইবে ও চুপে চুপে উল্লিখিত সেজদার দোয়াটি দশবার পড়িবে, কমপক্ষে তিনবার পড়িতে হইবে। তারপর আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া সেজদা হইতে মাথা তুলিয়া পুনরায় বসিতে হইবে। কিন্তু কোন দোওয়া পড়িতে হইবে না, এই পর্য্যন্ত এক রাকায়াৎ গণ্য হইল। সেজদার অগ্র পশ্চাতে আল্লাহো আক্‌বার বলার সময় রফাদায়েন করিতে হয় না, দ্বিতায় সেজদা হইতে মাথা তুলিয়া পুনরায় বসিতে হয় এবং উভয় হাত, উভয় হাঁটুর উপর রাখিতে হয়। যতক্ষণ না প্রত্যেক যোড়ের অস্থি নিজ নিজ স্থানে পৌছে ততক্ষণ উহার পর দুই হাত মাটিতে রাখিয়া দ্বিতীয় রাকায়াৎ জন্য খাড়া হইতে হইবে। দুই হাত বুকের উপর বাঁধিয়া প্রথম রাকায়াতের ন্যায় বিস্‌মিল্লাহের রাহমানের রহিম পড়ার পর সুরাহ্ ফাতেহা ও তৎসহ একটি সুরাহ পড়িয়া রুকু করিবে। এবারে কিন্তু প্রথম রাকায়াতের ন্যায় দোয়ায়ে ইস্‌ফে্তাহ্ পড়িতে হইবে না। দোয়া ইস্‌তেফ্‌তাহ কেবল প্রত্যেক নামাজের প্রারম্ভে অর্থাৎ পহেলা রাকায়েত পাড়িতে হয়। তারপর যথারীতি পূর্ব্ববৎ রুকু, সেজদার কাজ শেষ করতঃ দ্বিতীয় রাকায়াৎ পূর্ণ করিয়া বাম পায়ের পাতা বিছাইয়া তাহার উপর বসিবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখিয়া আঙ্গুলগুলিকে বাঁকাইয়া

কেবলামুখী করিবে, তিন বা চারি রাকায়াৎ বিশিষ্ট নামাজ হইলে এই ভাবে বসিয়া নিম্নলিখিত তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়াতো পাঠ করিবে।

তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়াতো)

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۝

বাঃ উঃ— আত্তাহিয়্যাতো লিল্লাহে অস্ সালাওয়াতো অত্তাইয়েবাতো আস্সালামো আ'লায়কা আইয়ো হান্নাবীয়ো অ-রাহামাতুল্লাহে অ-বারাকাতুহু। আস্সালামো আলাইনা অ-আ'লা এ'বাদিল্লা-হীস্ সালেহীন, আশহাদো আল্ লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অ-আশ্হাদো আন্না মোহাম্মাদান্ আবদুহু অ-রাসুলুহু।

অর্থ ঃ— সমস্ত মুখের (জিহ্বার) উপাসনা, সমুদয় শারীরিক বন্দেগী ও যাবতীয় পাক মালের দ্বারা অর্জ্জিত এবাদৎ আল্লাহ পাকের জন্য। হে প্রেরিত মহাপুরুষ! তোমার উপর শান্তি, আল্লাহর রহমৎ ও বরকৎ অবতীর্ণ হউক। আল্লাহ তায়ালার কৃপা আমাদের প্রতি ও আল্লার নেককার বান্দাদের প্রতি বর্ষিত হউক। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও প্রেরিত রসুল।

তাশাহ্হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতো পড়ার সময় দুইহাত দুই হাঁটুর উপর রাখিতে হইবে এবং ডান হাতের অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ ভাবে রাখিতে হইবে কিন্তু শাহাদৎ অঙ্গুলি (তজ্জনী) খোলা রাখিয়া একটু একটু নাড়াইতে হইবে ও উহার প্রতি সর্বদা নজর রাখিতে এবং আশ্হাদো আল্ লাইলাহা ইল্লাহ্ বলার সময় ঐ অঙ্গুলিটি উত্তোলন পূর্ব্বক ইশারা করিতে হইবে। তারপর আত্তাহিয়্যাতো পড়া শেষ হইলে আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া দুইহাত মাটীতে রাখিয়া সোজা খাড়া হইতে হইবে এবং রফাদায়েন করিয়া বুকের উপর হাত বাঁধিতে হইবে। তারপর ১ম ও ২য় রাকায়াতের ন্যায় ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াৎ ক্রমান্বয়ে পড়িতে হইবে। যদি ফরজ নামাজ হয় তবে ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে সুরাহ ফাহেতা পড়ার পর অন্য সুরাহ না

পড়িয়াই রুকু করিতে হইবে। ইচ্ছা করিলে অন্য সুরাহ পড়িতেও পারে। আর সুন্নাত নামাজ হইলে — আল্হামদোর সহিত অন্য একটী সুরাহ বা তিন আয়াৎ পরিমান কোরআন পড়িয়া পূর্ব্ববৎ রুকু ও সেজদা করিয়া ক্রমান্বয়ে বাকী দুই রাকায়াৎ পড়িবে এবং দেজদা হইতে উঠিয়া বসিবার কালে বাম পাছার উপর বসিতে হইবে এবং বাম পায়ের পাতা, ডান পায়ের নিম্নভাবে বিছাইয়া রাখিতে হইবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে আর ডান পায়ের অঙ্গুলিগুলির মাথা বাঁকাইয়া কেবলা মুখী করিতে হইবে। সালাম ফিরাইবার পূর্ব্বের বৈঠকে সাধারণতঃ প্রত্যেক নামাজিকেই এই ভাবে বসিতে হয়। তারপর পূর্ব্বলিখিত আত্তাহিয়্যাতো পড়ারপর নিম্নলিখিত দরূদ শরীফ মনে মনে পাঠ করিবেঃ—

দরুদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ۝

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মোহাম্মাদেঁও অ-আ'লা আলে মোহাম্মাদিন্ কামা সাল্লায়তা আ'লা এবরাহীমা অ-আ'লা আলে এবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লাহুমা বারেক আ'লা মোহাম্মাদেঁও অ আ'লা আলে মোহাম্মদিন্ কামা বারাক্‌তা আ'লা এবরাহীমা অ-আ'লা আলে এবরামীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজিদ।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ কর, যেরূপ তুমি ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর অনুগ্রহ করিয়াছ; নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত। হে আল্লাহ! হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর বরকত পাঠাও যেমন তুমি হজরত ইব্রাহিম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর

বরকত পাঠাইয়াছ। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসিত ও গৌরবান্বিত।

দরূদ শেষ হইলে নিম্নলিখিত দোয়ায়ে মাসুরা পড়িতে হইবে ঃ—

দোওয়া মাসুরা

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَاْثَمِ وَمِنَ الْمَغْرَمِ ○

বাঃ উঃ—আল্লাহুম্মা ইন্নী জালাম্‌তো নাফ্‌সী জুল্‌মান কাসীরাঁও আলা ইয়্যাগ্‌ ফেরোজ জনুবা ইল্লা আন্তা ফাগ ফেরলী মাগফেরাতাম্‌ মিন ইন্দেকা অর হামনী ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর রাহীম। আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযো বিকা মিন আযাবিল্‌ কাব্‌রে। অ আউযো বেকা মিন্‌ ফিৎনাতিল্‌ মাসী হিদ্‌ দজ্জালে অ আউযো বেকা মিন্‌ ফিৎনাতিল্‌ মাহইয়্যা অ ফেৎনাতিল্‌ মামাতে; আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযো বিকা মিনাল্‌ মাসামে অ মিনাল্‌ মাগ্‌রামে।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর বড়ই অত্যাচার করিয়াছি এবং তুমি ভিন্ন আর কেহই পাপ সমূহ ক্ষমা করেনা। অতএব তুমি নিজ গুণ হইতে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার উপর দয়া কর; নিশ্চয়ই তুমি দয়ালু ও পাপ মার্জ্জনাকারী। হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি তোমার নিকট কবরের আজাব হইতে আরও পানাহ চাহিতেছি, তোমার নিকট কানা দাজ্জালের ফেৎনা হইতে, এবং আরও আশ্রয় মাগিতেছি জিন্দেগি ও মৃত্যুর ফেৎনা হইতে। হে খোদা! আমি নিশ্চয়ই তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি পাপ ও কর্জ্জ হইতে।

উপরোক্ত আত্তাহিয়্যাতো, দরূদ ও দোয়ায়ে মাসুরা পড়া শেষ হইলে ডানদিকে মুখ

ফিরাইয়া বলিবে ঃ—

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ـ

আস্‌সালামো আলাইকুম অ রাহমাতুল্লাহ অর্থাৎ তোমাদের উপর সালাম (শান্তি) ও আল্লার রহমত হউক। পরে বাম দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিবে ঃ— আস্‌সালামো আলাইকুম অ রাহামাতুল্লাহ। রাহমাতুল্লাহের সহিত অ-বারাকাতুহূ বলাও যাইতে পারে। এই পর্য্যন্ত নামাজ শেষ হইল। নামাজের শেষে সালাম ফিরার পর একবার উচ্চৈস্বঃরে বলিবে ঃ— 'আল্লাহো আকবার'। তারপর নিম্নের দোয়াগুলি পড়িতে হইবে ঃ—

প্রথম দোওয়া

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ○

বাঃ উঃ— আস্‌তাগ্‌ ফেরুল্লাহ আস্‌তাগ্‌ ফেরুল্লাহ, আস্‌ তাগ ফেরুল্লাহ। আল্লাহুম্মা আন্তাস সালাম অ মিন্‌কাস্‌ সালাম্‌ তাবারাকতা ইয়া যাল্‌ জ্বালালে অল্‌ ইকরাম।

অর্থ ঃ— আমি আল্লার সমীপে ক্ষমা চাহিতেছি, আমি আল্লার সমীপে ক্ষমা চাহিতেছি, আমি আল্লার সমীপে ক্ষমা চাহিতেছি, হে প্রতাপশালী ও সম্মানিত! তুমি — মহান্‌।

দ্বিতীয় দোওয়া

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ○

বাঃ উঃ— আল্লাহুম্মা আয়েন্নী আ'লা যিকরেকা অ শুক্‌রেকা অ-হুসনে এ'বাদাতেকা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করিতে ও তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে এবং তোমার উত্তমরূপ বন্দেগী করিতে আমাকে সাহায্য কর।

তৃতীয় দোওয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - اَللّٰهُمَّ

لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا

يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ○

বাঃ উঃ— লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকো অ-লাহুল হামদো, অহুয়া আ'লা কুল্লে শাইয়িন্ ক্বাদীর, আল্লাহুম্মা লা-মানেয়া লেমা আ-তাইতা অলা মো'তেয়া লেমা মানাতা অলা ইয়্যানফায়ো যাল জাদ্দে মিনকাল জাদ্দো।

অর্থ ঃ— আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। তিনি একক (অদ্বিতীয়) ; তাঁহার কেহ শরীক নাই। তিনিই পৃথিবীর মালিক, তাঁহারই জন্য সম্যক প্রশংসা আর তিনিই সর্ব্বোপরি শক্তিমান। হে আল্লাহ! তোমার দানে কেহ রোধ কারী নাই, আর তোমার নিষেধে কেহ বাধা দেনে ওয়ালা নাই। তোমার আজাব হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ধনীগণের ধন দ্বারা কোন উপকার সাধিত হইবে না।

চতুর্থ দোওয়া

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ - لَهُ الْمُلْكُ

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ - لَا حَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ - لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ -

لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلٰهَ

إِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُونَ ○

বাঃ উঃ— লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকো অ-লাহুল হাম্‌দো, অহুয়া আ'লা কুল্লে শাইয়িন্ ক্বাদীর। লা হাওলা অলা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহে, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু অলা না'বোদো ইল্লা ঈয়্যাহো লাহুন্ নে'মাতো অলাহুল ফাযলো অলাহুস সানায়োল হাসানো—লাইলাহা ইল্লাল্লাহো মুখলে সীনা লাহুদ দীনা অলাও কারেহাল কাফেরূন।

অর্থ ঃ— আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই, তিনি একক; তাঁহার কেহ অংশীদার নাই তিনিই পৃথিবীর মালিক, তাঁহারই জন্য সম্যক্ প্রশংসা, আর তিনিই সর্ব্বোপরি শক্তিমান। আল্লার সাহায্য ব্যতীত কেহই গুণাহ হইতে পরিত্রাণ ও সৎ-কার্য্যের শক্তি পাইতে পারে না। আল্লাহব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই, আর আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও উপাসনা করি না। যাবতীয় নে'মাত তাঁহারই প্রদত্ত, আর একমাত্র বুজুর্গী আল্লাহ তায়ালারই জন্য এবং তিনিই সমস্ত উচ্চ প্রশংসার অধিকারী। আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই উপাসনার যোগ্য নাই, আমরা খাঁটি ভাবে তাঁহারই জন্য সাধনা করি সত্য ধর্ম্মের, যদিও কাফেরগণ উহা অপছন্দ করে।

সালাম ফিরার পর উপরোক্ত দোয়া কয়টি পড়া জরুরী এগুলির পর আরও বহুৎ দোয়া আছে যদ্দারা বহুৎ সওয়াব হাসিল হয়। বাহুল্য ভয়ে সমস্তগুলি লেখা সম্ভব হইল না। সংক্ষেপে নিম্নে কয়েকটির উল্লেখ করিলাম।

পঞ্চম দোওয়া

সাইয়েদুল-ইস্তেগ্‌ফার

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا

عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ

وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ اَبُوْءُلَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ عِنْدَكَ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ

فَاِنَّهٗ لَا يَغْفِرُالذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ۝

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মা আন্তা রাব্বী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা খালাকতানী, অ-আনা আ'বদোকা অ-আনা আ'লা আহদেকা মাসতা তায়া'তা আউযো বেকা মিন্ শার্‌রেমা স্বানা'তো, আবুয়ো লাকা বেনে'মাতেকা আলাইয়্যা, আবুয়ো ইন্দাকা বেযাম্বী, ফাগফেরলী, ফাইন্নাহু লা ইয়াগ ফেরুয যোনুবা ইল্লা আন্তা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তুমি আমাকে সৃজন করিয়াছ। আর আমি তোমার দাস এবং তোমার সমীপে আমার যে ওয়াদা ও অঙ্গীকার আছে তাহা পালন করিতে আমি যথা সাধ্য প্রস্তুত আছি। খারাপ কাজ হইতে তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি। আমার উপর তোমার দান স্বীকার করিতেছি এবং নিজ পাপও স্বীকার করিতেছি। এখন আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করিয়া দাও, কেন না তুমি ভিন্ন আর কেহই পাপ সমূহ মাফ করিতে পারে না।

উপরোক্ত দোয়াগুলি ব্যতীত নামাজের শেষে পাঠ করার মত দোয়া আরও অনেক আছে। বহিখানি সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে উহাদের সবগুলি এস্থানে উল্লেখ করা সম্ভব হইবে না।

তারপর দুইহাত উঠাইয়া মোনাজাত করিতে হয়। মোনাজাত মানে, আল্লাহ তায়ালার দরবারে কর যোড়ে বিনীত ভাবে, তাঁহাকে হাজের ও নাজের জানিয়া দোয়া করা এবং মনে মনে চিন্তা করা যেন খোদা তায়ালার সহিত কথোপকথন করিতেছি। মোনাজাত কালে হস্তদ্বয় বক্ষস্থল অথবা স্কন্ধ পর্য্যন্ত উঠাইতে হয় তদপেক্ষা উর্দ্ধে উঠাইতে হয় না। দুইহাত এতদূর বাড়াইতে হয় যাহাতে বগল দেখা যায়। তারপর নিম্নলিখিত দোয়াগুলি মিনতি সহকারে পড়িয়া দুইহাত মুখের উপর বুলাইতে হয় ঃ —

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ (١)

رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا

لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ - (٢) رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٣)

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا

وَالْاٰخِرَةِ - (٤) رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ

السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ

الرَّحِيْمُ - (٥) سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا

يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

মোনাজাত

(১) বাঃ উঃ — আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন। অস্‌স্বালাতো অস্ সালামো আলা রাসুলেহী মোহাম্মাদেঁও অ আ'লেহী অ আস্‌হাবেহী আজমায়ীন।

(২) রাব্বানা জালাম্ না আন্‌য়ফাসানা অইল্লাম্‌তাগ্ ফের লানা অ তার হাম্‌না লানা কুনান্না-মিনল্ খাসেরীন।

(৩) রাব্বানা আতেনা ফিদ্দুনিয়া হাসনাতাঁও ফিল আখেরাতে হাসনাতাঁও অকেনা অজা বান নার।

(৪) আল্লাহুম্মা ইন্না নাস আলোকাল্ আ'ফীয়াতাঅল্ মোয়াফাতা ফিদ্দুনিয়া অল আ'খেরাহ্।

(৫) রাব্বানা তাক্কাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল আলিম অতুব আ'লাইনা ইন্নাকা আন্তাৎ — তাও-ওয়াবুর রাহীম।

(৬) সুবহানা রাব্বেকা রাব্বিল ইজ্জাতে আম্মা ইয়াসে ফুন অ সালামুন আলাল মুরসালীন, অল হামদো লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন।

বঙ্গানুবাদ — সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক। আর দরূদ ও সালাম তাঁহার রাসুল মোহাম্মদ (সঃ) এর প্রতি অবতীর্ণ হউক এবং হাঁহার বংশধর ও সহচর বৃন্দের সকলের উপরও বর্ষিত হউক।

(১) হে খোদা! আমরা আমাদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়াছি, তুমি যদি আমাদের প্রতি ক্ষমা ও দয়া না কর তবে নিশ্চয় আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হইব।

(২) হে খোদা! ইহকালে ও পরকালে আমাদের জন্য মঙ্গল বিধান কর, এবং আমাদিগতে দোজখের আজাব ইহতে উদ্ধার কর।

(৩) হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট ইহজগতে শারীরিক সুস্থতা ও পরজগতে পারলৌকিক পরিত্রাণ প্রার্থনা করিতেছি।

(৪) হে আল্লাহ! আমাদের প্রার্থনা কবুল কর; নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। আর আমাদের তওবা কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।

(৫) তাহারা (অবিশ্বাসীগণ) যেরূপ বর্ণনা করে তাহা হইতে তোমার প্রভু অতি পবিত্র ও মহিমান্বিত। আর প্রেরিত (নবী) গণের উপর শান্তি বর্ষিত হউক। এবং বিশ্বের প্রতি পালকের নিমিত্ত যাবতীয় প্রশংসা।

সংক্ষেপে এই মোনাজাতটি লিখা হইল, ইহা ব্যতীত আরবী ও বাংলা ভাষায় নিজের অভাব অভিয়োগের বিষয় মোনাজাত কালে করা যাইতে পারে। নামাজের শেষের দোয়া ও মোনাজাত নামাজের অন্তর্ভুক্ত নহে। সালাম ফিরাইলে নামাজ শেষ হয়।

প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করিলে বহুৎ সওয়াব মিলে এবং পড়নে ওয়ালা মৃত্যুর পরই জান্নাতের সুখ ভোগ লাভ করিতে থাকে। সুতরাং মুসল্লীগণের বিশেষ চেষ্টা করিয়া উহা পাঠ করা দরকার। নিম্নে 'আয়াতুল কুরসী' ও উহার অর্থ লিখা হইল ঃ—

আয়াতল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ - اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ - لَا تَاْخُذُهٗ

سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی

الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیْطُوْنَ

بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا یَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ٥

বাঃ উচ্চারণ— আল্লাহো লা ইলাহা ইল্লা হুয়া; আলহাউল ক্বাইউম,লা তাখোজুহো সেনাতুঁ ওঅলা নাওমুন, লাহু মা ফিস সামাওয়াতে অমা ফিল আরজে; মান্‌জাল্লাজি ইয়াশ্ ফায়ো ইন্দাহু ইল্লা বে এজনেহী, ইয়ালামো মা বাইনা আইদীহিম অমা খালফা হুম্ অলা ইওহিতুনা বে শাইয়ীম মিন এলমেহী ইল্লা বেমা শায়া; অসেয়া কুরসীও হুস সামাওয়াতে অল আরজা অলা ইয়াউদোহু হেফজোহুমা অহুয়াল আলীউল আজীম।

অর্থ ঃ— আল্লাহ— তিনি ভিন্ন কেহই উপাস্য নাই। তিনি চির জীবী, চির স্থায়ী, তাঁহাকে তন্দ্রা ও ঘুমে ধরে না, যাহা কিছু আসমান ও জমিনে আছে, সবই তাঁহার, এমন কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখে তাঁহার বিনানুমতিতে (কাহারও জন্য) সুপারিশ করিতে পারে? মানবগণের যাহা কিছু সম্মুখে ও পশ্চাতে আছে তাহা তিনি জানেন এবং তাহারা উপলব্ধি করিতে পারে না তাঁহার জ্ঞানের কোন অংশ কিন্তু তিনি যাহা ইচ্ছা করেন — তাহাই। তাঁহার সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিন ব্যাপী। উহাদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি কিছু মাত্র বেগ পান না। তিনি মহা সম্ভ্রান্ত সুমহান।

নামাজের শেষে নিম্ন লিখিত তস্‌বীহগুলি পাঠ করিলে বহুৎ সওয়াব হাসেল হয়।

১। সুবহানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللّٰهِ) ৩৩ বার।

২। আলহামদো লিল্লাহ (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) ৩৩ বার।

৩। আল্লাহো আকবার (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) ৩৪ বার।

আল্লাহো আকবার ৩৪ বার না পড়িয়া ৩৩ বার পড়া যাইতে পারে এবং ১০০ বার পূরণ করার জন্য নিম্নের দোয়াটী ১ বার পড়িতে হইবে ঃ—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥

বাঃ উঃ — লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো অহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকো অলাহুল হামদো অহুয়া আলা কুল্লে শাইয়ীন ক্বাদীর। ১ বার।

অর্থ ঃ — আল্লাহ ব্যতীত বেহই উপাস্য নাই, তিনি একক; তাঁহার কেহ অংশী নাই, জগতে যাবতীয় রাজ্য তাঁহারই, এবং সমস্ত প্রশংসাও তাঁহারই জন্য। আর তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।

নিম্নের দোয়াটির ফজিলত খুব বেশী হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং উহাও তসবীহ রূপে পড়া যাইতে পারে ঃ—

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ ٥

বাঃ উঃ — সুহবানাল্লাহে অবেহামদেহী, সুহহানাল্লাহিল আজীম।

অর্থ ঃ — পবিত্র আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার প্রশংসার সহিত স্মরণ করি। আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খোদা তায়ালাকে তাঁহার প্রশংসার সহিত স্মরণ করিতেছি।

নামাজ পড়ার যে ধারাবহিক বর্ণনা দেওয়া হইল, ঐ প্রকারে যে কোন লোক একাকী সমস্ত প্রকারে নামাজ পড়িবে। ফরজ সুন্নত ও নফল সকল প্রকারের নামাজ পড়িবার নিয়ম একই রূপ। তবে জামায়েতের সহিত পড়িলে কিছু কিছু রদ বদল আছে। তাহা ছাড়া বেতেরের নামাজ ও জানাজার নামাজ পড়ার রীতিও অন্যরূপ তজ্জন্য সংক্ষেপে বেতের ও জানাজার নামাজ পড়ার রীতিও অন্যরূপ তজ্জন্য সংক্ষেপে বেতের ও জানাজার নামাজ পড়ার বিবরণ দিয়াই আমরা পুস্তকখানী সমাধান করার প্রয়াস পাইব, যদিও নামাজ সম্বন্ধে জানিবার খুঁটিনাটি অনেক বিষয় আছে। সেগুলি বিস্তারিত ভাবে লিখিতে গেলে বহির আকার বর্দ্ধিত হইয়া যাইবে।

জামায়েতের সহিত নামাজ
পড়ার নিয়ম

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া নামাজ আদায় করার নাম জামায়াত। জামায়াতে নামাজ আদায় করা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। জামায়াতের নামাজের সওয়াব ও ফজীলত খুব বেশী।

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ, জুমার দিন জুমার দুই রাকায়াত ফরজ নামাজ, উভয় ঈদের নামাজ, তারাবীহ, জানাজা, ইসতেসকা, চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্য গ্রহণ নামাজ জামায়াত করিয়া পড়িতে হইবে। রমজান শরীফে তারাবীহ নামাজের শেষে বেতের নামাজও জামাতের সহিত পড়িতে হয়। জামায়াত করিয়া নামাজ পড়ার কালে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করিতে হইবে।

ইমাম নির্ব্বাচন

যিনি শুদ্ধ ভাবে ক্বোরান শরীফ পড়িতে পারেন, নামাজের আহকাম, আরকান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ও বয়োজ্যেষ্ঠ এরূপ ব্যক্তিকে ইমাম নির্ব্বাচন করিতে হইবে। উপরোক্ত গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি যদি কোন শারয়ী দোষে সাধারণের ভক্তি-ভাজন না হন তবে তাঁহার ইমামতি করা চলিবে না। শিক্ষিত অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি করা চলিবে। শিক্ষিত বালকেরও ইমামতি করা চলে। পুরুষ লোকে পর্দ্দার বাহিরে স্ত্রীলোকের জামাতের ইমামতি করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীলোকে পুরুষের ইমামতি করিতে পারে না, তবে স্ত্রীলোকের জামাতে স্ত্রীলোক ইমাম হইতে পারে। ইমাম যদি বয়স ও দরজায় মোক্তাদি অপেক্ষা ছোট হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই। ইমাম ব্যক্তির লেবাস শরীয়ত সম্মত হওয়া একান্ত দরকার, কোন মসজিদের নির্ব্বাচিত ইমামের বিনানুমতিতে অন্য লোকের ইমামতী করা চলিবে না।

ইমামের কর্ত্তব্য

ইমাম সাহেব নামাজ আরম্ভের পূর্ব্বে মুসল্লীগণের কাতারের (পংক্তি) প্রতি লক্ষ্য করিবেন, কাতার যেন সোজা হয় এবং ইমামের উভয় পার্শ্বে যেন লোক সংখ্যা সমান থাকে। নামাজ পড়ার কালে কাতার সোজা করা নামাজের একটি সৌন্দর্য্য। প্রথম কাতারে ইমামের সন্নিহিত স্থানে খুব হুশিয়ার ও অভিজ্ঞ মোক্তাদিগণের স্থান হইবে ও বালকগণের স্থান শেষ কাতারে হইবে। ইমাম সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং মোক্তাদিগণের ধৈর্য্যের প্রতি খেয়াল

করিয়া ক্বেরাত যথাসম্ভব ছোট করিবেন। তাঁহার ক্বেরাত যেন মোক্তাদিগণের বিরক্তির কারণ না হয়। তিনি মধুর স্বরে, ধীরে ধীরে একাগ্রতা সহকারে, কখন সভয়ে কাঁদ কাঁদ ভাবে, কখন নিস্তব্ধ হইয়া সুরাহ পড়িবেন। নামাজে যেন তাঁহার নিজের ও মোক্তাদিগণের তন্ময়তা বৃদ্ধি পায়। ফল কথা, ইমামকে নামাজ মধ্যে খুব সজাগ থাকিতে হইবে। পুরুষ ইমাম জামাতের অগ্রভাগে একাকী দাঁড়াইবেন আর স্ত্রী ইমাম স্ত্রী জামাতের সহিত মধ্যভাগে একই কাতারে দাড়াইবেন।

সালাম ফিরান বাদে ইমাম কখনও ডাহিনে কখনও বামে মুখ ফিরাইয়া বসিবেন। মোনাজাত কালে সমস্ত মোক্তাদিগণের জন্য সময়োপযোগী দোয়া মিনতি সহকারে করিবেন। কেবল নিজের জন্য খাস করিয়া কোন দোয়া করিবেন না। ইমাম ব্যক্তি যেন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সুন্নত নামাজ পড়েন।

মোক্তাদি গণের কর্ত্তব্য

মোক্তাদিগণ ইমামের আগে কখনও রুকু, সেজদা করিবে না। ইমামের করার পূর্ব্বেই কোন কাজই মোক্তাদিগণের করা চলিবে না, করিলে সে শয়তানের আজ্ঞাবহ বা গাধার তুল্য হইয়া যাইবে বলিয়া হাদীসে উক্ত হইয়াছে।

ইমামের পশ্চাতে দাঁড়াইবার কালে মোক্তাদিগণের বিশেষ ভাবে খেয়াল করা উচিত যেন এমাম ঠিক মধ্যভাগে হন। অনেক সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়, মোক্তাদিগণ তাড়াতাড়ি আসিয়া কোন খেয়াল না করিয়াই হয়ত এক পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া যায়। অনেকে উত্তম স্থানের লোভে ইচ্ছা করিয়া সেই দিকেই দাঁড়াইয়া যায়। ফলে কাতারের সমতা রক্ষা হয়না, এরূপ করা কখনও উচিত নহে।

ইমামের সহিত একজন মোক্তাদি হইলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াইবে। পরে আর একজন আসিলে ঐ পূর্ব্বের মোক্তাদিকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া ইমামের পশ্চাতে একত্রিত হইয়া দাঁড়াইবে। যদি পশ্চাতে স্থান না থাকে আর অগ্রে থাকে তবে ইমাম আগাইয়া যাইবেন ও মোক্তাদি দুইজন পিছনে হইবে। সাধ্যপক্ষে ইমাম ও মোক্তাদিগণের স্থান পৃথক পৃথক হইবে। স্ত্রী ইমামের মত, পুরুষ ইমামের মোক্তাদিগণের সহিত একই কাতারে দাঁড়ান চলিবে না।

যে সব মোক্তাদি ইমামের সহিত সমস্ত নামাজ পাইবে না, তাহারা যে রাকায়াতগুলি পাইবে তাহাই তাহাদের প্রথমাংশ হইবে তাহারা ইমামের সালাম ফিরান বাদে উঠিয়া খাড়া হইবে ও বাকী রাকায়াতগুলি নিজে নিজেই নিয়ম মত পড়িয়া পুনরায় আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইবে। ইহাতে তাহাদের আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোয়া বেশীর ভাগ পড়া হইবে, তাহাতে কোন দোষ নাই। সুরাহ ফাতেহা পড়ার সময় না পাইলে, কেবল

রুকুতে শরীক হইলে তাহা এক রাকায়াত বলিয়া গণ্য হইবে না।

মোক্তাদিগণ পরস্পর পা আগাগোড়া মিলাইয়া কাঁধে-কাঁধে ঠেকাইয়া দাঁড়াইবে যেন কোন স্থানে ফাঁক না থাকে। মসজেদের মধ্যে দুটি স্তম্ভের (খাম্বা) মধ্য ভাগে একটি ছোট কাতার করিয়া দাঁড়াইলে বা দরজার মধ্যভাগে ফাঁকে ২।১ জন দাঁড়াইলে তাহা জায়েজ হইবে না। কাতারের পিছনে মাত্র একজন একাকীই একটি কাতার করিয়া দাঁড়াইলে তাহার নামাজ হইবে না! একজন হইলে আগেকার কাতার হইতে আর একজনকে পিছনে টানিয়া লইয়া দুইজনে একটি কাতার করিতে হইবে।

স্ত্রীলোক জামাতে হাজির হইলে, তাহারা কোন মতেই পুরুষের কাতারে দাঁড়াইবে না। স্ত্রীলোক একজন হইলে তাহাকে একাকিনী একটা কাতার করিতে হইবে, তাহাতে কোন দোষ হইবে না।

ইমামের পশ্চাতে, প্রথমে পুরুষ তারপর বালক ও সর্ব্ব শেষে স্ত্রীলোকদের কাতার হইবে। পুরুষদের প্রথম কাতারে দণ্ডায়মান হওয়া ও ইমামের ডান পার্শ্বে দাড়ান খুব সওয়াবের কাজ। আর স্ত্রীলোকগণের ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ উহাদের সর্ব্ব পশ্চাতের কাতারে দাড়ান খুব সওয়াবের কাজ।

মোক্তাদিগণকে ইমামের পশ্চাতে প্রত্যেক রাকায়াতে সুরা ফাতেহা পড়িতেই হইবে। কেননা সুরা ফাতেহা না পড়িলে নামাজ হইবে না। ইমাম যখন জোরে পড়িবেন তখন তাঁহার সহিত চুপে চুপে পড়িতে হইবে, আর যখন চুপে চুপে পড়িবেন তখন নিজে নিজেই চুপে চুপে পড়িতে হইবে। আর কোন সুরা মোক্তাদিগণকে পড়িতে হইবে না। কেবল ইমাম পড়িবেন এবং মোক্তাদিগণ চুপ করিয়া মনোযোগ সহকারে শুনিবেন। তারপর নামাজের অন্যান্য সব কিছুই মোক্তাদিগণকে ইমামের সাথে সাথে করিতে হইবে।

বেতের নামাজ পড়িবার রীতি

বেতেরের নামাজ রাত্রির সমস্ত নামাজের শেষ নামাজ। যে কেহ শেষ রাত্রে তাহাজ্জদ নামাজ পড়িবে, তাহাকে তাহাজ্জদ শেষে বেতের পড়িতে হইবে, আর যে ব্যক্তি উহা না পড়িবে সে এশার নামাজের শেষে বেতের নামাজ পড়িবে।

বেতের নামাজের সংখ্যা ১, ৩, ৫, ৭ ও ৯ রেকাত হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে। সাত ও নয় রেকাত বেতের পড়িলে ষষ্ঠ ও অষ্টম রেকাত বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িয়া আর এক রেকাত পড়িতে হইবে এবং আত্তাহিয়াতো দরুদ ও দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। আর এক, তিন বা পাঁচ রেকাত বেতের পড়িলে মধ্য ভাগে কোন রেকাতেই বসিতে হইবে না একেবারে শেষ রেকাতে বসিয়া আত্তাহিয়াতো, দরুদ ও দোয়া পড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। সালাম ফিরান পর ৩ বার বলিতে হইবে ঃ—

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ-

সুবহানাল্ মালেকিল্ কুদ্দুস' দুইবার আস্তে বলিয়া ৩য় বারে উচ্চস্বরে বলিতে হইবে। (বেতের নামাজ পরে দুই রাকায়াত নফল নামাজ বসিয়া পড়া মোস্তাহাব অর্থাৎ উত্তম)।

বেতের নামাজের শেষ রাকায়াতের রুকু হইতে উঠিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় দুই হাত উত্তোলন পূর্ব্বক উহা মোনাজাত করার ন্যায় মুখের সম্মুখে রাখিয়া নিম্নের দোয়ায়ে কুনুত পাঠ করিতে হইবে, এবং শেষে দুইহাত মুখমণ্ডলে মলিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে, বেতের নামাজ চুপে চুপে পড়িতে হইবে। তবে তারাবীর নামাজে ইমাম ব্যক্তি উহার ক্বেরাত ও দোয়ায়ে কুনুত উচ্চৈস্বরে পড়িবে। আর ইমাম দোয়ায়ে কুনুতে জামায়ার (جمع) সেগা ব্যবহার করিবেন, যথা ঃ— আল্লাহুম্মাহদেনা ফিমান হাদাইয়া ....কেনা পর্য্যন্ত।

দোয়ায়ে কুনুৎ পড়া কালে মোক্তাদিগণ আমীন, আমীন বলিবে।

বেতের নামাজ তিন রাকায়াত পড়িলে উহার প্রথম রাকয়াতে সুরাহ আ'লা অর্থাৎ সাব্বেহে এসমা রাব্বেকাল আলা দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরাহ কাফেরুন অর্থাৎ কুলইয়া আইয়োহাল কাফেরুন ও তৃতীয় রাকায়াতে সুরাহ এখলাস অর্থাৎ কুলহুয়াল্লাহো আহাদ পড়িতে হইবে। ইহা সুন্নত, তবে মুখস্ত না থাকিলে অন্য যে কোন সুরাহ পড়া যাইতে পারে। ঘুম ঘোরে সকাল হইয়া যাওয়ায় তাহাজ্জদ নামাজ পড়া না হইলে ফজরের নামাজের পূর্ব্বে বেতের পড়িয়া লইতে হইবে।

দোওয়া কুনুত

اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ

عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ

فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَاِنَّكَ تَقْضِيْ

وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا

يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

فَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى

النَّبِيِّ وَاٰلِهٖ ٥

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মাহ দেনী ফীমান্ হাদাইতা, আ আ'ফেনী ফীমান্ আ'ফাইতা, অ তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইতা, অ বা-রেকলী ফীমা আতাইতা, অক্বেনী শার্রামা ক্বাজাইতা ফাইন্নাকা তাক্বজী অলা ইওকজা তা'লাইকা, ইন্নাহু লা ইয়াজেল্লো মাঁও ওয়ালাইতা, অলা ইয়ায়েজ্জো মান্ আ'দাইতা তাবারাক্তা রাব্বানা অ তায়া' লাইতা, নাস্‌তাগ্ ফেরোকা অ নাতুবো এলাইকা, অ সাল্লাল্লাহো আলান্ নাবিয়ে অ আ-আলেহী।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমাকে সুপথ দেখাইয়া সুপথগামীদের দলভুক্ত কর, আর দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ আপদ হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া মুক্তি প্রাপ্তগণের মধ্যে গণ্য কর। এবং তুমি আমার কার্য্য নির্ব্বাহক হইয়া তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, তাহাতে বরকৎ দাও। তোমার নিরূপিত মন্দ হইতে আমাকে রক্ষা কর। তুমিইত নির্দ্ধারিত কর — তোমার প্রতি কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারে না। ওগো! তু মিযাহার প্রভু বন্ধু কেহই তাহাকে অপদস্থ করিতে পারেনা আর তুমি যাহার প্রতি বিরূপ হও, কেহই তাহাকে সম্মান দিতে পারে না, হে খোদা! তুমি বরকত ওয়ালা, উচ্চ সম্মানশালী। আমরা তোমার নিকট (পাপের জন্য) ক্ষমা চাই এবং তোমার সমীপে তৌবা করিতেছি। আল্লার দরুদ নবী (দঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি বর্ষিত হউক।

ফজরের ওয়াক্তে ফরজ নামাজের শেষ রাকায়াতে উপরোক্ত দোয়ায়ে কুনুৎ মাঝে মাঝে পড়িতে পারা যায়।

তাহাজ্জোদ নামাজ

ফরজ নামাজ পরে সমস্ত নামাজ অপেক্ষা তাহাজ্জোদ নামাজ এর ফজীলত বেশী। তাহাজ্জোদ নামাজের সময়, রাত দুপুরের পর হইতে সোহেব সাদেক পর্য্যন্ত। তাহাজ্জোদ নামাজ পড়িবার জন্য প্রথমে ঘুম হইতে উঠিয়া সুরাহ আল এমরানের শেষ রুকু অর্থাৎ 'ইন্না ফী খালকেস্ সামাওয়াতে হইতে ....লায়াল্লা কুম — তুফলেহুন" পর্য্যন্ত আসমানের দিকে নজর করিয়া পড়িতে হয়। তারপর মেসওয়াক (দাঁতন) সহ অজু করিয়া নিম্নের

দোয়াগুলি দশ (১০) বার করিয়া পড়িতে হয়।

(১) اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহ আক্‌বার' অর্থাৎ আল্লাহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(২) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ 'আল্‌হামদো লিল্লাহ' অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহ তায়ালার জন্য।

(৩) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ 'সুবহানাল্লাহে অ-বেহামদেহী' অর্থাৎ পবিত্র আল্লাহ তায়ালাকে তাঁহার প্রশংসার সহিত স্মরণ করি।

(৪) سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ সুবহানাল্ মালেকিল্ কুদ্দুস্ অর্থাৎ অতি পবিত্র বাদশাহের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি।

(৫) اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ আসতাগ্ ফেরুল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

(৬) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ ضِيْقِ الدُّنْيَا وَ

ضِيْقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٥

(৭) বাঃ উঃ — আল্লাহুমমা ইন্নী আউজো-বেকা মিন্ জ্বীকিদ্দুনয়া অ জ্বীকে ইয়াওমীল কেয়ামাহ।"

হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া ও কেয়ামতের দিনের অস্বচ্ছলতা (অভাব) হইতে আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

তারপর নিম্ন বর্ণিত রূপে এগার (১১) বা তের (১৩) রাকায়াত (বেতের সহ) তাহাজ্জোদ নামাজ পড়িবে।

(১) দুই রাকায়াত করিয়া পাঁচ সালামে ১০ রাকায়াত ও বেতের এক রাকায়াত মোট ১১ রাকায়াত।

(২) চারি রাকায়াত করিয়া ২ সালামে ৮ রাকায়াত শেষে ৩ রাকায়াত বেতের মোট —১১ রাকায়াত।

(৩) দুই দুই রাকায়াত করিয়া ৪ সালামে ৮ রাকায়াত ও বেতের ৫ পাঁচ রাকায়াত মোট — ১৩ রাকায়াত।

(৪) দুই দুই রাকায়াত করিয়া ৬ সালামে ১২ রাকায়াত। শেষে এক রাকায়াত বেতের মোট — ১৩ রাকায়াত।

এতদ্ব্যতীত কখনও ৯ রাকায়াত বা ৭ রাকায়াত (বেতের সহ) পড়া যাইতে পারে। উচ্চৈঃস্বরে বা মৃদুস্বরে উভয়ভাবে পড়া চলে, তাহাজ্জোদ নামাজে ক্বেরাত যত ইচ্ছা লম্বা করা চলে। রুকু ও সেজদা সমূহেও অনেকক্ষণ ধরিয়া তসবীহ্ পাঠ করিতে পারিলে উহার মাধুর্য্য লাভ হয়, বার্দ্ধক্য হেতু ক্বেরাত কালে অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিলে প্রথম অবস্থায় বসিয়া ক্বেরাত করা চলে, কিছুটা বাকী থাকিতে উঠিয়া দাঁড়াইতে হয় ও ক্বেরাত শেষ করতঃ যথারীতি রুকু সেজদা করিয়া রাকায়াত পূর্ণ করা চলে। ফলকথা সাধ্যমত পড়িতে হয়।

প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির প্রত্যহ রাত্রিতে নিজে তাহাজ্জোদ নামাজ পড়া ও নিজের বিবিকে পড়ান এবং বিবিগণেরও নিজেদের পড়া ও স্ব স্ব স্বামীগণকে তাহাজ্জোদ পড়ার জন্য জাগ্রত করা বিশেষ সওয়াবের কাজ।

মোফসেদাতে নামাজ

কথাবার্ত্তা বলিলে, নামাজের বহির্ভূত কোন কার্য্যে লিপ্ত হইলে, নামাজের শর্ত্ত ও রোকনগুলি ইচ্ছাপূর্ব্বক ছাড়িয়া দিলে নামাজ নষ্ট হয়। এবং যে যে কাজে ওজু নষ্ট হয়, সেই সেই কাজে নামাজও নষ্ট হয়।

নামাজ মধ্যে জায়েজ ও নাজায়েজ কার্য্যসমূহ

নামাজ মধ্যে কিছু ঘটিলে পুরুষেরা 'সুবহানাল্লাহ' বলিবে এবং স্ত্রীলোকেরা হাততালি দিবে, সেজদার স্থানে কাঁকর ইত্যাদি থাকিলে একবার মাত্র সরান যাইতে পারে, নামাজ মধ্যে 'হাই' উঠিলে উহা বন্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে, কেননা উহাতে শয়তানের হাসি পায়, বন্ধ করা সম্ভব না হইলে, ডান হাত মুখে দিয়া বন্ধ করা চলিবে। নামাজ মধ্যে হাঁচি পড়িলে,

—'আলহামদো লিল্লাহে হাম্‌দান কাসিরান্ ত্বাইয়েবাম্ মুবারাকান্ ফীহে মুবারাকান্ আলায়হে কামা ইয়োহেব্বো রাব্বোনা অ ইয়ারজা'' এই দোয়াটি পড়িতে হইবে কিন্তু ইহার উত্তরে কোন নামাজী ব্যক্তির 'ইয়ারহামোকাল্লাহ্' বলা নিষেধ।

নামাজ মধ্যে এদিকে ওদিকে তাকান নিষেধ। অনর্থক নড়াচড়া করা, আঙ্গুল ফুটান, আকাশের দিকে তাকান, কোন জীব-জন্তুর ছবি সামনে, ডাইনে, বামে মাথার উপরে কি কাপড়ে থাকা নিষিদ্ধ।

যে যে সময়ে নামাজ পড়া নিষেধ

সূর্য্য উদয় হওয়ার কালে ও অস্ত যাওয়ার কালে এবং ঠিক মধ্যাহ্নে অর্থাৎ দুই প্রহরে যখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে থাকে এই তিন ওয়াক্তে নামাজ পড়িতে হয় না। ফজরের নামাজ হওয়ার পর সূর্য্য পরিষ্কারভাবে না উঠিলে কোন নামাজ পড়া দুরস্ত নহে। আর আসরের নামাজ বাদে সূর্য্য না ডোবা পর্যন্ত নামাজ পড়া নিষেধ। কিন্তু উপরোক্ত যে যে সময় নামাজ পড়া নিষেধ সেই সেই সময়ে ফওৎ নামাজ অর্থাৎ যে নামজ কোন কারণে পড়া হয় নাই তাহা পড়া চলিবে। আর মক্কা শরীফে কোন সময়েই নামজ পড়া নিষিদ্ধ নয়।

সেজদায়ে সহো

নামাজ মধ্যে ভুল ত্রুটি হইলে শেষ রাকায়াতে সালাম ফিরাইবার পূর্বে (অবস্থা বিশেষে সালামের পরে) দুইটি সেজদা করিতে হয়, ইহাকে সেজদায়ে-সহো বলে।

নামাজের মধ্যে কত রাকাত পড়া হইয়াছে সন্দেহ হইলে মনে মনে একটা স্থির করিতে হইবে। তবে স্থির করিতে না পারিলে কম ধরিয়া লইতে হইবে। তারপর সেই ধরাটে নামাজ শেষ করিয়া আত্তাহিয়াতো পড়ার পর সালাম ফিরাইবার পূর্বে দুই সেজদা করিতে হইবে। দুই রাকাত পড়ার পর আত্তাহিয়াতো পড়িতে ভুলিয়া গেলে এইরূপ সালামের পূর্বে সেজদা করিবে। যে ব্যক্তি চারি রাকায়াত স্থলে তিন রাকাত পড়িয়া সালাম ফিরাইয়াছে, পরে মনে পড়িল, হয়ত ইতঃমধ্যে সে কথাবার্ত্তা বলিয়াছে অথবা কোথাও গমন করিয়াছে, তবে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে ঐ রাকায়াত পড়িতে হইবে ও পুনরায় সালাম ফিরান বাদ দুইটী সোহ সেজদা দিতে হইবে ও পুনরায় সালাম ফিরাইতে হইবে। চারি রাকায়াত স্থলে দুই রাকায়াত পড়িলেও ঐ একই নিয়ম। কেহ ৪ স্থলে ৫ রাকাত পড়িলে তাহাকে সালাম বাদ দুই সোহ সেজদা দিতে হইবে। নামাজের মধ্যবর্তী আত্তাহিয়াতো না পড়িয়া সম্পূর্ণ খাড়া হইয়া গেলে আর বসিয়া আত্তাহিয়াতো পড়িতে হইবে না, সালামের পূর্বে দুইটি সোহ সেজদা দিতে হইবে। আর অর্ধেক উঠিয়া পুনরায় বসিয়া পড়িলে সোহ সেজদা লাগিবে না।

একাকী নামাজ পড়িলে পূর্বোক্ত রূপ সেজদা দিবে এবং ইমামের ভুলে ইমাম ও মোক্তদি সকলকেই সেজদায়ে সোহ করিতে হইবে।

জুময়ার নামাজ

মুসলমানগণের ধর্মমতে, সপ্তাহের অন্যান্য দিন অপেক্ষা জুময়ার দিনের ফজিলত খুব বেশী। ঐ দিন জোহরের নামাজের পরিবর্তে, জুময়ার নামাজ পড়ার হুকুম আছে। শহর ও পাড়াগাঁয়ের সর্বত্রই জামাত হইলেই তথায় জুময়ার নামাজ পড়া যাইতে পারে। অবশ্য জুময়ার নামাজের জন্য জুময়া মসজিদ হওয়ার একান্ত দরকার। বিনা কারণে কোন অক্তিয়া মসজিদে জুমার নামাজ হয় না।

জুময়ার নামাজ ঠিক অন্যান্য নামাজের মতই পড়িতে হয়। অবশ্য ইমাম সাহেবকে নামাজের পূর্বে দুইটি খোৎবা পাঠ করিতে হয়। সময় ও নামাজের সংখ্যার বিবরণ পুস্তকের প্রথম দিকেই দেওয়া হইয়াছে। জুময়ার দিন পূর্বাহ্নেই গোলস করতঃ উত্তম লেবাস পরিধান করিয়া সুরমা ও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করিয়া, জুময়ার মসজিদে যাওয়া, মনোযোগ সহকারে খোৎবা শ্রবণ করা ও নামাজ পড়া খুব সওয়াবের কাজ। যাঁহারা প্রথমে মসজিদে আসিবেন তাঁহারা অগ্রভাবে বসিবেন, যাঁহারা শেষে আসিবেন তাঁহারা পশ্চাতে বসিবেন। শেষে আসিয়া কাতার ভেদ করিয়া অগ্রভাবে যাওয়া নিষেধ আছে। যে যেমন আসিবে সে তেমন বসিবে। খোৎবা হওয়া কালে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিবে।

খোৎবার সময় কথাবার্ত্তা বলা নিষেধ। কেহ বলিলে নিষেধ পর্যন্ত করা চলিবে না। অবশ্য ইমাম সাহেব নিষেধ করিতে পারেন। খোৎবা হওয়ার কালে কেহ মসজিদে প্রবেশ করিলে তাহাকে সংক্ষেপে দুই রাকায়াত নামাজ অতি অবশ্যই পড়িতে হইবে। তারপর বসিয়া খোৎবা শ্রবণ করিবে। জুমার নামাজ ইমামের সহিত এক রাকায়াত পাইলে আর এক রাকায়াত ইমামের সালাম ফিরান বাদ উঠিয়া পড়িবে, ইহাতেই তাহার নামাজ আদায় হইয়া যাইবে। আর পূর্ণ এক রাকায়াত না পাইলে, তাহাকে জোহরের নামাজ পড়িতে হইবে। জুময়ার দিন ঈদ হইলে, জুময়ার নামাজ বিশেষ জরুরী নয়। জুময়ার দিনে ঠিক দুপুরে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ নহে।

জুমার নামাজে প্রথম রাকায়াতে সুরা আ'লা ও ২য় রাকায়াতে সুরা গাশিয়া পাঠ করা সুন্নত। মুখস্ত না থাকিলে অন্য সুরাও পাঠ করা যায়।

ঈদুল ফেতের ও ঈদুল আজহার নামাজ

সূর্যোদয়ের পর এক নেজা (বল্লম) পরিমাণ সূর্য উপরে উঠিলে ঈদুল আজহার নামাজের

সময় হয়, আর দুই নেজা পরিমাণ সূর্য উপরে উঠিলে ঈদুল ফেতেরের সময় হয়। এবং জওয়াল তক অর্থাৎ দুপুর পর্যন্ত সময় থাকে। প্রথমে দুই রাকাত নামাজ পড়িতে হয়। প্রথমে তক্‌বীর তাহ্‌রীমার পর সাত তকবীর ও ২য় রাকায়াতে কেরাতের পূর্বেই পাঁচ তকবীর দিতে হয় অর্থাৎ দুই হাত কান কিম্বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিতে হইবে। ইমাম উচ্চৈঃস্বরে বলিবেন আর মোক্তাদিগণ চুপে চুপে, তারপর অন্যান্য নামাজের ন্যায় ইমাম সুরাহ ফাতেহার পর প্রথম রাকায়াতে সুরা আ'লা অর্থাৎ সাব্বেহেস্ মা রাব্বেকাল আলা ও ২য় রাকায়াতে সুরাহ হাল আতাকা হাদীসুল গাশিয়াহ অথবা প্রথম রাকায়াতে সুরা জুমা ও ২য় রাকায়াতে সুরা মোনাফেকুন পড়িবেন। আর মোক্তাদিগণ কেবল সুরাহ ফাতেহা পড়িবেন, তারপর যথারীতি আত্তাহিয়াতো, দরূদ ও দোয়ায়ে মাসুরা পড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। তারপর ইমাম সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা পাঠ করিয়া মোনাজাত করিবে। কোন কারণে ঈদের নামাজের সময় অতিবাহিত হইয়া গেলে পরদিন জামাত করিয়া পড়া চলে।

ঈদের নামাজে আজান বা তকবীর লাগে না। নামাজের পূর্বে বা পরে কোন সুন্নত নামাজ নাই। ঈদের নামাজ সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ্‌। যদি কাহারও নামাজ ছুটিয়া যায় তবে দুই রাকায়াত পড়িয়া লইবে। ঈদের নামাজের জন্য মাঠে যাওয়া জরুরী, তবে সম্ভব না হইলে মসজিদে পড়িতে পারা যায়। স্ত্রীলোকগণেরও ঈদের জামায়াতের শরীক হওয়ার প্রমাণ আছে। ঈদের দিন গোসল করা, উত্তম লেবাস পরিধান করা, সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করা, আর ঈদুলফেতেরে বেজোড় খেজুর খাওয়া ও ঈদুল আজহায় না খাইয়া ঈদগাহে যাওয়ার হুকুম আছে। এক রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয় ও অন্য রাস্তা ধরিয়া ফিরিতে হয় এবং পথিমধ্যে নিম্নের তকবীরটি পাঠ করিতে হয়ঃ—

ঈদের তকবীর

الله اكبر الله اكبر - لا اله الا الله - والله
اكبر الله اكبر ولله الحمد -

বাঃ উঃ— আল্লাহো আকবার, আল্লাহো আক্‌বার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লোহো আকবার, আল্লাহো আকবার অলিল্লাহিল্ হামদো।

অর্থঃ- আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আল্লাহ অতি বড়। তিনি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই। আর আল্লাহ-ই অতি মহান, আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান, আর তাঁহারই জন্য সমস্ত প্রশংসা।

জানাজার নামাজ

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর কাফন পরাইয়া খাটুলির উপর উহার মাথা উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে করিয়া সামনে রাখিবে। তারপর উপস্থিত মুসল্লীগণ ওজু করতঃ কম পক্ষে তিন কাতার করিয়া দাঁড়াইবে। লোক সংখ্যা বেশী হইলে যত ইচ্ছা কাতার করা চলিবে। ইমাম ব্যক্তি সকলের অগ্রভাবে মোরদাকে সামনে করিয়া দাঁড়াইবেন। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হইলে মাথার সোজা ও স্ত্রীলোক হইলে মধ্যভাগে ইমামকে দাঁড়াইতে হইবে। তারপর মনে মনে নিয়ত করিয়া আল্লাহো আকবার বলিয়া উভয় হস্ত কান কিম্বা কাঁধ পর্যন্ত উঠাইয়া বুকের উপর বাঁধিবে। তারপর দোয়ায়ে ইস্‌তেফাতাহ্‌ অর্থাৎ আল্লাহুম্মা বায়েদ বায়নী পড়িয়া আউজোবিল্লা ও বিসমিল্লা পড়ার পর সুরাহ ফাতেহা ও তৎসহ একটি সুরাহ (সুরাহ কুল হুয়াল্লাহু বা আলহাকুমুৎ-তাকাসোর) পড়িবে। তারপর আল্লাহু আকবার বলিয়া দুই হাত কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া পুনরায় বুকের উপর বাঁধিবে ও দরূদ পড়িবে (আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা) তারপর পুনরায় উভয় হাত কান পর্য্যন্ত উঠাইয়া আল্লাহু আকবার বলিবে। তারপর পুনরায় হাত বুকের উপর বাঁধিয়া নিম্নের দোয়াটী পড়িবে ঃ—

জানাজার দোওয়া

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا و
صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا - اللهم من
احييته منا فاحيه على الاسلام - ومن توفيته
منا فتوفه على الايمان - اللهم لا تحرمنا اجره
ولا تفتنا بعده *

বাঃউঃ— আল্লাহুম্মাগ্‌ফরে লেহাইয়েনা, অমাইয়েতেনা অ শাহেদেনা, অ গায়েবেনা, অসাগীরেনা, — অকাবীরেনা অ জাকারেনা, অ উন্‌সানা। আল্লাহুম্মা মান আহ্‌য়াইতাহু মিন্না, ফা-আহ্‌য়েহো আলাল্‌ইসলামে, অমান তাওয়াফ্‌ ফাইতাহু মিন্না ফা— তাওয়াফফাহু

আলাল ঈমানে। আল্লাহুম্মা, লাতাহ্‌রেমনা আজরাহু, অলা তাফতেন্না বা'য়াদাহু

অর্থঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত অনুপস্থিত, ছোট বড়, পুরুষ ও স্ত্রী সকলকেই ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের যাহাকে জীবিত রাখিবে তাহাকে ইসলামের উপর কায়েম রাখ, আর যাহার মৃত্যু ঘটাইবে তাহার মৃত্যু ঈমানের সহিত ঘটাও। হে আল্লাহ! উহার সওয়াব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না (যে সওয়াব আমরা উহার শোক সম্বরণ করা হেতু পাইয়াছি)। আর আমাদিগকে ফেৎনা মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

এই দোয়া পড়ার পর আল্লাহো আকবার বলিয়া রফাদায়েন করিয়া বুকের উপর হাত বাঁধিতে হইবে, তারপর ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া আস্‌সালামো আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লাহে বলিয়া ও পরে বাম দিকে ঐরূপে বলিয়া সালাম ফিরাইবেন ইমাম উচ্চস্বরে সালাম ফিরাইবেন ও মোক্তাদিগণ চুপে চুপে ফিরাইবেন, এই চারি তকবীর হইল। এই চারি তকবীরে নামাজ পড়াই যথেষ্ট। তবে কেহ পাঁচ তকবীরে পড়িতে ইচ্ছা করিলে পড়িতে পারেন, পড়ার প্রমাণ আছে। পাঁচ তকবীরে পড়িতে হইলে চতুর্থ তকবীরের পর সালাম না ফিরাইয়া বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জন্য নিম্নের দোয়াটী পড়িয়া সালাম ফিরাইতে হইবে। তবে স্ত্রীলোক হইলে "হু" স্থলে "হা" হইবে। যথা— আল্লাহুম্মাগফেরলাহা ইত্যাদি — আর বালক-বালিকাদের দোয়ায় বালিকাদের ২ নং দোয়ায় আল্লাহুম্মাজ আ'লহু স্থলে আল্লাহুম্মাজ্‌-আল্‌হা বলিতে হইবে।

জানাজার অন্য দোওয়া
(বয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী লোকের জন্য)

١ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ *

(অল্প বয়স্ক বালক বালিকার জন্য)

২ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَأَجْرًا *

(১) আল্লাহুম্মাগ্ ফেরলাহু, অরহামহু, অ আ'ফেহী, ওয়াফোআনহু, অ আকরিম্ নোযোলাহু, অস্‌সেএ মাদখালাহু, ওয়াগ্‌সেলহু বিলমায়ে, অস্‌সালজে, অল বারাদে, অ নাক্কিহী মিনাল খাতাইয়্যা, কামা নাক্কাইতাস সাওবাল আব্ ইয়াজা, মিনাদ্ দানাসে, অ আবদেল্‌হু খাইরাম মিন্ দারেহী, ও আহ্‌লান্ খাইরাম মিন আহলেহী, অ জওজ্জান্ খাইরাম মিন্ যাওজেহী, অ আদখেলহু জান্নাতা, অআয়েজহু মিন্ আজাবিল কাব্‌রে' অ মিন আ'জাবিন নারে।

(২) আল্লাহুম্মাজ্ আ'লহু লানা সালাফাঁও, অ ফারাতাঁও অ যোখ্‌রাঁও, অ আজ্‌রান।

(১) অর্থঃ— হে আল্লাহ! উহাকে ক্ষমা কর, (মৃত ব্যক্তিকে) উহার উপর দয়া কর। উহাকে নিরাপদে রাখ, উহাকে মাফ কর আর ভালভাবে উহার মেহ্‌মানী কর। উহার ক্বরকে প্রশস্ত কর, আর ধৌত কর উহাকে (পাপরাশি) পানি, বরফ ও শিলাবৃষ্টি দ্বারা। আর পরিষ্কার কর উহার পাপ সমূহকে যেমন পরিষ্কার করিয়াছ তুমি ময়লা হইতে সাদা কাপড়কে। দুনিয়ার ঘরবাড়ীর পরিবর্ত্তে উহাকে উত্তম ঘর বাড়ী দাও। দুনিয়ার সাথী অপেক্ষা উহাকে উত্তম সাথী দাও, দুনিয়ার বিবির পরিবর্ত্তে উহাকে উত্তম বিবি দাও, উহাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, ক্বর ও দোজখের আজাব হইতে উহাকে বাঁচাও।

(২) অর্থঃ— হে খোদা! তুমি ইহাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্ত্তী, অগ্রগামী, সঞ্চিত ধন ও সওয়াব অর্থাৎ পরকালের তোশা (পাথেয়) কর।

জানাজার নামাজ উচ্চৈস্বরে ও চুপে চুপ উভয়ভাবে পড়ার প্রমাণ আছে। জানাজার নামাজ মসজিদেও পড়া যাইতে পারে। দফনের পর ক্বরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এক মাস পর্য্যন্ত জানাজার নামাজ পড়া চলে (নুতন লোকের)। আর জানাজায়ে গায়েব, উপস্থিত জানাজার মত পড়া যাইতে পারে (মৃত ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ যখনই শোনা যাইবে)। আর নামাজের শেষে তাঁহার মাগ্‌ফেরাতের জন্য দোয়া করিতে হইবে। উপস্থিত জানাজার নামাজের শেষে দোয়া না করিয়া মাটি দেওয়ার পরে কবরকে ঘিরিয়া মোরদার মাগ্‌ফেরাত জন্য সওয়াল জওয়াবের আসানির জন্য, কিছুক্ষণ ধরিয়া মিনতি সহকারে দোয়া করিতে হইবে ও মাঝে মাঝে আল্লাহো আকবার বলিতে হইবে।

গণিমতের মালে খেয়ানতকারী, আত্মহত্যাকারী ও শহীদগণের জানাজার নামাজ পড়িতে হয় না। কোন মোসলমানের লাশ বিনা নামাজে দফন করা চলে না। কোন কাফের লোকের জানাজার নামাজ পড়িতে হয় না। মোরদাকে মাটী দেওয়ার পর তাহার কবরের চারিপাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার মাগফেরাতের জন্য হাত তুলিয়া দোয়া করিতে পারা যায়, যদি চারী তক্‌বীরে নামাজ পড়া হয়, তবে উপরে লিখিত ১ নম্বর দোয়াটী ও নিম্নের লিখিত দোয়া দুইটির দ্বারা

মোনাজাত করিতে পারা যায় ঃ—

১ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّهَا وَاَنْتَ خَلَقْتَهَا وَاَنْتَ هَدَيْتَهَا

اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهَا وَاَنْتَ اَعْلَمُ

بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ ●

২ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِىْ ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ

جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَ

اَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ

اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ●

৩ اَللّٰهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ كَانَ يَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ

اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ

اِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِىْ اِحْسَانِهِ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا فَاغْفِرْلَهُ وَلَا

تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ ●

অর্থঃ—(১) হে আল্লাহ! তুমি উহার প্রভু, তুমিই উহাকে সৃজন করিয়াছ তুমিই উহাকে ইস্‌লাম ধর্মের পথ দেখাইয়াছ, তুমিই উহার জান কবজ করিয়াছ, তুমি উহার ভিতর বাহির ভাল করিয়া জান, আমরা সোপারেশকারী রূপে তোমার সমীপে সমবেত হইয়াছি, হে খোদা! তুমি উহাকে ক্ষমা কর।

(২) হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তির নাম লইতে হইবে) তোমারই তত্ত্বাবধানে, তোমারই প্রতিবেশীর ছায়াতে আসিয়াছে, অতএব তুমি উহাকে কবরের ফেৎনা হইতে ও দোজখের আগুন হইতে বাঁচাও। আর তুমি প্রতিজ্ঞা পালনের ও সত্যের মালিক। হে আল্লাহ! উহাকে ক্ষমা কর আর দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি — তুমিই ক্ষমাকারী ও দয়ালু।

(৩) হে আল্লাহ! এ তোমারই দাস এবং তোমারই দাসের পুত্র। এ সাক্ষ্য দিয়াছিল যে,

আল্লাহ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই এবং হজরত মোহাম্মদ (সাঃ) তোমারই দাস ও প্রেরিত রসুল, সে কথা আমাব্যতীত তুমিই বেশী জান। যদি সৎ ছিল তবে উহার নেকীকে আরও বর্দ্ধিত কর, আর যদি গোনাগার হয় তবে উহাকে ক্ষমা কর, আর উহার সওয়াব হইতে আমাদিগকে মহরুম করিওনা এবং ইহার পর আমাদিগকে ফেৎনা মধ্যে নিক্ষেপ করিও না।

নফল নামাজ

নফল নামাজের সওয়াব খুব বেশী। কেয়ামতের দিন সর্ব্ব প্রথম নামাজের হিসাব গ্রহণ করা হইবে। ফরজ নামাজের অভাব ঘটিলে, নফল নামাজ দ্বারা তাহা পূরণ করা হইবে। অতএব প্রত্যেকের নফল নামাজ খুব বেশী করিয়া পড়ার দরকার। নিম্নে কতকগুলি নফল নামাজের বিবরণ দেওয়া হইল।

১. ইশরাক

ফজরের নামাজ পড়ার পর, সেই জায়নামাজে বসিয়া আল্লাহর জিকর আজকারে লিপ্ত থাকিয়া সূর্য্যোদয় হইলে দুই বা চারি রাকায়াত নামাজ আদায় করা কে 'ইশরাকের নামাজ' বলে। হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি এই নামাজ পড়িবে তাহার গোনাহ সমূহ যদি সমুদ্রের ফেনারাশি হইতেও অধিক হয় তবুও আল্লাহ পাক তাহা মাফ করিয়া দিবেন। (আবু দাউদ, মেশকাত)

২. সালাতুজ্জোহা বা চাশতের নামাজ

সূর্য্য একটু উপরে উঠিয়া যখন তাহার কিরণ উত্তপ্ত হয় অর্থাৎ বেলা ৯/১০টার সময় এই নামাজ পড়িবার সময় হয়। নবী করীম মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি অ-সাল্লাম এই নামাজ হামেশাই পড়িতেন। ২, ৪, ৬ বা ৮ রাকায়াত পড়া যাইতে পারে। এই নামাজে রোগমুক্তি ও দরিদ্রতা দূর হয় এবং বিপদ আপদ হইতে নাজাত পাওয়া যায় (মেশকাত)।

৩. তাহাজ্জোদ নামাজ

ইহার বয়ান পূর্ব্বে হইয়াছে।

৪. সালাতুত্তাসবীহ

হাদীস শরীফে এই নামাজের অফুরন্ত সওয়াব বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা মানবের পূর্ব্ব পশ্চাৎ, নূতন পুরাতন, জ্ঞাত-অজ্ঞাত, ক্ষুদ্র-মহৎ ও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় পাপরাশি আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দেন। নবীকরীম (সঃ) তাহার চাচা হজরত আব্বাস (রাঃ) কে এই নামাজ পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সম্ভব হইলে এই নামাজ দৈনিক পড়া যাইতে পারে। না হইলে সপ্তাহে একবার অথবা মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে কিংবা জীবনেও একবার পড়া উচিত।

এই নামাজের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় হাদীসে উল্লেখ নাই। তবে ব্যাখ্যাকারগণ জুমার দিন জওয়ালের পর অর্থাৎ নামাজ বাদ মুস্তাহাব (উত্তম) সময় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বুধবার দিবাগত বৃহস্পতিবারের মগরেব বাদ অথবা এশা বাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহা হউক অবসর মত নিশ্চিন্ত থাকাকালীন পড়া যাইতে পারে।

ইহা চারি রাকায়াত (একটানা) নামাজ অর্থাৎ মধ্যে কোন বৈঠক নাই। চারিটী নির্দ্দিষ্ট 'তসবীহ' প্রতি রাকায়াতে ৭৫ বার করিয়া বলিতে হয়। চারি রাকায়াতে মোট ৩০০ বার ঐ তস্‌বীহ বলা হয় বলিয়াই এই নামাজকে 'সালাতুৎতস্‌বীহ' বলা হয়। নিম্নে তস্‌বীহগুলি দেওয়া হইল ঃ—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ *

বাঃ উঃ। সুব্‌হানাল্লাহে, অল্‌হামদো লিল্লাহে, অলাইলাহা ইল্লাল্লাহো, অল্লাহো আকবার। প্রত্যেক রাকায়াতে প্রথমে সূরাহ ফাতিহা, তারপর অন্য একটি সূরাহ পড়িতে হইবে। হাদীসে কোন নির্দ্দিষ্ট সূরার নাম উল্লেখ নাই, তবে এবনে আব্বাস (রাঃ) এর উক্তি এই যে চারি রাকায়াতে যথাক্রমে (১) আল্‌হাকুমতাকা সোর (أَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ) (২) অল্‌আসরে (وَالْعَصْرِ) (৩) কুলইয়্যা আইয়োহাল কাফেরুন (قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) এবং (৪) কুলহুয়াল্লাহো আহাদ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) পড়িতে হইবে।

আবার কোন রেওয়ায়েতে (১) ইযাযুল্ যিলাতিল আরজো যিল্ যা'লাহা (إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا) (২) অল্ আ'দিয়াতে জাবহা (وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا) (৩) ইযা জা'য়া (إِذَا جَاءَ) এবং (৪) কুল্‌হুয়াল্লাহো আহাদ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) পড়িতে হইবে।

যাহা হউক, উভয় প্রকারের যে কোন এক প্রকারের সুরাহগুলি ধারাবাহিকভাবে পড়িলেই চলিবে। নিম্নে নামাজ পড়ার পদ্ধতি লিখিত হইল ঃ-

নামাজ পড়ার পদ্ধতি

প্রথমতঃ মনে মনে নিয়েত করিয়া তক্‌বীরে তাহরীমা বলার পর সিনার উপর হাত বাঁধিতে হইবে। তারপর সানা অর্থাৎ আল্লাহুম্মা বায়েদ বায়নী, আউজো বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলার পর সুরাহ ফাতিহা পড়িয়া, আল্‌হাকুমুত্তাকাসোর পড়িতে হইবে। তারপর ঐ দণ্ডায়মান অবস্থায় সুবহানাল্লাহে, অলহামদো লিল্লাহে অ লাইলাহা ইল্লাল্লাহো, অল্লাহো আকবার পনর বার বলার পর আল্লাহো আকবার বলিয়া রুকুতে যাইতে হইবে। প্রথমে রুকূর তসবীহ অর্থাৎ সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আজীম ৩ তিন বার বলার পর ঐ তসবীহ ১০ দশ বার বলিতে হইবে, তারপর সামেয়াল্লাহো লেমান হামেদাহ্ বলার সঙ্গেই রাফে ইয়াদায়েন করিয়া দাঁড়াইতে হইবে ও রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ্ বলিয়া উপরোক্ত তসবীহ দশ বার বলিবে। পুনরায় আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া সেজদাতে যাইবে এবং সেজ্‌দার তস্‌বীহ সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা ৩ বার বলার পর উপরোক্ত তসবীহ দশ বার বলিবে। তারপর আল্লাহো আক্‌বার বলিয়া সেজদা হইতে উঠিয়া বসিবে এবং বসা কালীন দোয়া "আল্লাহুম্মাগ ফেরলী অরহামনী অজ্‌বোরনী অহ্‌দেনী অরজোক্বনী" বলার পর উপরোক্ত তস্‌বীহ দশ বার বলিবে। এবং আল্লাহো আকবার বলিয়া পুনরায় সেজদায় যাইবে ও সেজদার তসবীহ বলার পর পুনরায় উপরোক্ত তসবীহ দশ বার বলিবে, তার পর আল্লাহো আক্‌বান্দর বলিয়া সেজদা হইতে মাথা উঠাইয়া যথারীতি বসিয়া পুণরায় ঐ তস্‌বীহ দশ বার বলিবে। এবার এক রাকায়াত পূর্ণ হইল এবং ঐ তসবীহ মোট ৭৫ পঁচাত্তরবার পড়া হইল।

তারপর আল্লাহো আকবার বলিয়া দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য উঠিতে হইবে এবং প্রথম রাকায়াতের অনুরূপ সুরাহ ফাতেহা পড়িয়া সুরাহ অল্‌আসরে (وَالْعَصْرِ) পাঠ করার পর পনর বার ঐ তস্‌বীহ বলিয়া যথা নিয়মে রুকু ও সেজদা করিয়া ও যথাস্থানে ঐতসাহিব বলিয়া মোট ৭৫ বার পূর্ণ করিতে হইবে এবং আত্তাহিয়াতো না পড়িয়াই ৩য় রাকায়াতের জন্য উঠিতে হইবে, এবার ৩য় রাকায়াতে সুরাহ ফাতেহার পর সুরাহ কুলইয়্যা আইউহাল্ কাফেরুণ (قُلْ يٰأَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ) পড়িতে হইবে। পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ঐতসবীহ যথা স্থানে যথা নিয়মে ৭৫ বার বলা হইলে ৪র্থ রাকায়াতের জন্য উঠিয়া সুরাহ ফাতেহার পর সুরাহ কুল হুয়াল্লাহো আহাদ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) পড়িতে হইবে। তার পর ঐ তস্‌বীহ ঠিক আগেকার মত বলিয়া ৭৫ বার পূর্ণ করিতে হইবে। এবার চারি রাকায়াতে ঐ তস্‌বীহ মোট ৩০০ বলা হইল। এবার আত্তাহিয়াতো দরুদ ও দোয়া মাসুরা পড়ার পর সালাম ফিরাইবে।

ইমাম জালালুদ্দীন সোয়ুতী সাহেব (রহঃ) লিখিয়াছেন যে, শেষ রাকায়াতে আত্তাহিয়াতো পড়ারপর সালাম ফিরাইবার পূর্ব্বে নিম্নের দোয়াটি পড়িয়া সালাম ফিরাইবে

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَوْفِيْقَ اَهْلِ الْهُدٰى وَاَعْمَالَ

اَهْلِ الْيَقِيْنِ وَمُنَاصَحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ

وَجِدَّ اَهْلِ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ وَتَعَبُّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ

وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰى اَلْقَاكَ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مَخَافَةً تَحْجُزُنِىْ عَنْ مَعَاصِيْكَ

حَتّٰى اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ وَحَتّٰى اُنَاصِحَكَ

بِالتَّوْبَةِ خَوْفًا مِّنْكَ وَحَتّٰى اُخْلِصَ لَكَ النَّصِيْحَةَ حَيَاءً

مِّنْكَ وَحَتّٰى اَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَحُسْنَ ظَنٍّ

بِكَ سُبْحَانَ خَالِقِ النُّوْرِ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا

اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালোকা তাওফীকা আহলিল হুদা অ আ'মালা আহলিল ইয়াক্বীনে অ অমুনাসেহাতা আহলিৎ তাওবাতে অ আযমা আহলিস্ সাবরে অ জিদ্দা আহলিস্ খাশইয়াতে অ তালাবা আহলির রাগবাতে অ তায়াব্বোদা আহলিল অরয়ে অ এরফানা আহ্লিল এলমে হাত্তা আলক্বাকা। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসয়ালোকা মুখাফাতান্ তাহ্জোজনী আন্ মায়াসিকা হাত্তা আ'মালা বে তায়াতেকা আমালান্ আসতাহেককা বিহী রেজাকা অ হাত্তা উনাসেহাকা বিৎ তাওবাতে খাওফাম্ মিনকা অ হাত্তা উখলেসা লাকান্ নাসীহাতা হায়া'আম মিনকা অ হাত্তা আতাওয়াক্কালা আলাইকা ফিল্ ওমূরে কুল্লেহা অ হুস্না যান্নিম বেকা সুবহানা খালেকিন নূরে রাব্বানা আত্‌মিম্ লানা নূরানা অগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর। বে রাহমাতেকা ইয়া আরহামার রাহেমীন।

তারাবীহ নামাজ

উহা তাহাজ্জোদ নামাজেরই অনুরূপ, রমজান মাসে এশার নামাজ বাদে জামায়াত করিয়া সম্ভব না হইলে একাকীই উহা পড়া যাইতে পারে। হাদীস শরীফে সহীহ রেওয়াত দ্বারা ৮ রাকায়াত পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। নবী করীম হজরত মোহাম্মদ (সঃ) স্বয়ং ২৩শে, ২৫শে ও ২৭শে রমজানের পবিত্র জামায়াত করিয়া উক্ত নামাজ পড়িয়াছেন, তাহাতে ৮ আট রাকায়াতেরই উল্লেখ দেখা যায়। ফলকথা, রমজান মাসে বেতর সহ ১১ এগার রাকায়াত নামাজ, এশার নামাজের বাদ সোবেহ সাদেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে কোন সময় পড়িতেই হয়। স্ত্রী লোকগণও তারাবীহ নামাজ পড়িবেন।

ইস্‌তেস্কার নামাজ

যখন দুর্ভিক্ষ এবং অনাবৃষ্টি দেখা দিবে তখন একটি দিন স্থির করিয়া মলিন বেশে রোজা রাখিয়া অতি প্রত্যুষে ঈদ গাহে অথবা মাঠে সকলে উপস্থিত হইয়া সূর্য্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেইমাম খোৎবা প্রদান জন্য মেম্বরে উঠিবেন এবং উচ্চৈস্বরে তকবীর ধ্বনি করিয়া আর আল্লাহ তায়ালার শত শত প্রশংসা করিয়া বলিবেন ঃ—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ

يَوْمِ الدِّيْنِ * لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِىُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَيْنَا

الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَّبَلَاغًا اِلٰى حِيْنٍ

বাঃ উঃ — আলহামদো লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন, আর রাহমানির রাহীম, মালিকে ইয়াওমেদ্দিন। লাইলাহা ইল্লাল্লাহো ইয়াফয়ালো মা ইয়োরীদ আল্লাহুম্মা আন্তাল্লাহো লা-ইলাহা ইল্লা আনতাল গানিও অ নাহনোল ফোকারায়ো আনজিল আলাইনাল গাইসা অজআল মা আনজালতা লানা কুওয়াতান্ অ বালাগান্ ইলা হীন"

অর্থ — সমস্ত জগতের প্রতিপালকের প্রশংসা, যিনি অসীম দাতা ও দয়ালু, বিচার দিনের স্বামী। তিনি ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই, যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন। হে আল্লাহ! তুমিই আল্লাহ। তুমি ব্যতীত আর কেহই উপাস্য নাই, তুমি অভাবহীন আর আমরা চির-অভাবী। আমাদের উপর বৃষ্টি ধারা নামাও। আর যাহা কিছু বর্ষাইবে তাহাতে আমাদের কিছু দিন ধরিয়া (ফসলের উৎপাদন) শক্তি বাড়াও ও উপকার দর্শাও।

অতঃপর দুইহাত সম্মুখে দিকে বাড়াইবে যাহাতে হস্তদ্বয় মাথার উপরে না উঠে এবং বগল দেখা যায়, আর হাতের তলা নীচের দিকে তার পিঠ উপরের দিকে আধা উবুড় হাত করিবে। আর মেম্বার উপরেই আস্তে আস্তে সমস্ত লোককে পশ্চাতে রাখিয়া ডানদিকে ঘুরিয়া ক্বেবলা মুখী হইবে এবং গায়ের চাদর উল্‌টাইবে এবং মোক্তাদিগণও নিজনিজ চাদর উল্‌টাইবে এরূপ ভাবে যেন চাদরের নীচের দিক উপরে আর ডান ঘাড়ের দিক বামে এবং বামের দিক্ ডান দিকে হয়। পিঠের পিছে একটু কৌশল করিয়া এই চাদর উল্‌টাইতে হয়। না পারিলে সহজ ভাবেই উলট পালট করিবে। তারপর ঐ অবস্থায় ইমাম নিম্নের দোয়াগুলি পড়িবেন ঃ—

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মাস্‌ক্বেনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বেনা, আল্লাহুম্মাস্‌ক্বেনা।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমাদিগকে পান করাও, হে আল্লাহ! আমাদের উপর বৃষ্টিধারা নামাও। হে আল্লাহ! আমাদিগকে পানি পেলাও।

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيْثًا مَرِيْئًا مَرِيْعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ـ

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মাস্‌ক্বেনা গাইসাম্ মুগীসাম মারীয়াম নাফেয়ান্ গাইরা জারিণ্ আ'জেলান্ গাইরা আ'জেলিন্।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি এরূপ বৃষ্টি বর্ষাও যাহা আমাদের ফরিয়াদের প্রতিদানস্বরূপ হয় এবং যাহার পরিণাম ভাল হয় আর (শস্য) সস্তা হয় ও ক্ষতিকর না হইয়া উপকারী হয়। যেন খুব তাড়াতাড়ি বর্ষে দেরী না ঘটে।

তৃতীয় দোওয়া

اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَاَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ *

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মাস্‌ক্বে এবাদাকা অ বাহায়েমাকা আন্‌শোর রাহমাতাকা অ আহ্‌য়ে বালাদাকাল মাইয়েতা"।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ। তোমার দাসগণ ও জীবজন্তুকে পান করা ও তোমার রহমতের ধারা বর্ষণ কর এবং শুষ্ক শহর ও ভূমিকে জীবিত অর্থাৎ সরস করিয়া শস্য সম্ভারে সুসজ্জিত কর।

চতুর্থ দোওয়া

اَللّٰهُمَّ جَلِّلْنَا سَحَابًا كَثِيْفًا قَصِيْفًا دَلُوْقًا ضَحُوْكًا تُمْطِرُنَا مِنْهُ رَذَاذًا قِطْقِطًا سَجْلًا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ *

বাঃ উঃ — আল্লাহুম্মা জাল্লাল্‌না সাহাবান্ কাসিফান ক্বাসীফান যালুকান যাহুকান তুমতেরোনা মিনহু রেযাযান ক্বেৎক্বেতান সিজলাম ইয়্যা জালজালালে অল ইক্‌রাম।

অর্থ ঃ— হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আনয়ন কর, যদ্বারা বিদ্যুৎ চমকিয়া ছোট ছোট বিন্দুর বৃষ্টিধারা প্রচুর বর্ষিত হয়, হে আমাদের সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত (আল্লাহ)।

উপরোক্ত দোয়াগুলি পাঠ করার পর ইমাম সাহেব হাত উত্তোলিত অবস্থায় পুনরায় মোক্তাদিগণের দিকে ফিরিয়া মিম্বার হইতে অবতরণ করিবেন এবং সকলের সহিত জামাত করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িবেন, (জুমার নামাজের ন্যায়) ও যে ক্বেরাত উচ্চৈঃস্বরে যে সুরাহ দ্বারা জুমার নামাজ পড়া হয়, সেইসব সুরাহ পড়িবেন। ইসতেসকার নামাজ প্রথমে পড়িয়া পরে খোৎবা পড়াও দুরস্ত আছে।

সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি না হইলে হতাশ না হইয়া উপর্যুপরি তিন দিন পড়িতে হইবে।

চন্দ্র গ্রহণ

চন্দ্রে অথবা সূর্য্যে গ্রহণ লাগিলে লোকজনকে ডাকিয়া হাঁকিয়া মসজেদে জমা করতঃ জামায়াত করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িতে হয়।

ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কেরাত করিয়া প্রথম রাকায়াতে সুরাহ আনকাবুত এবং দ্বিতীয় রাকায়াতে সুরাহ রুম পড়িবেন। নামাজ দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য প্রতি রাকায়াতে দুই, তিন, চার বা পাঁচ রুকু করিতে হয়। দুই রুকুর মধ্যে কেরাত করিতে হইবে। প্রতি রাকায়াতে এক রুকু করাও চলিবে। নামাজ শেষ করিয়া গ্রহণ না ছাড়া পর্য্যন্ত লোকজনকে খোৎবা শুনাইতে হইবে।

সমাপ্ত

সহজ নামাজ শিক্ষা

(প্রথম ভাগ)

আবদুর রহমান

(পুনর্মুদ্রণ)

২০০৫

দাম ঃ ২০.০০ (মাত্র)